আজাদ-হিন্দ গ্রন্থমালা
পঞ্চম বই : বিপ্লবীর আহ্বান

বিপ্লবীর আহ্বান

[আজাদ-হিন্দ সংঘ (ব্যাঙ্কক) হইতে প্রকাশিত
ON TO BATTLE বইয়ের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ]

রাসবিহারী বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেড় টাকা

নিবেদন

দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষ বিজয়ী হয়েছেন; জাপান পরাজিত ও বিধ্বস্ত। এই সময় ১৯৪২-এর এই বক্তৃতাগুলি পাঠকের নিকট কৌতুককর মনে হবে। রাসবিহারী বসু মহাশয় যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার প্রায় কিছুই সফল হয় নি। আজ তিনি জীবিত নেই, তাঁর সুদীর্ঘ নির্বাসন-জীবনের অবসান ঘটেছে। জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ ভিন্ন পন্থায় স্বাধীনতা-অর্জনের চেষ্টা করছেন। এই বক্তৃতাগুলি প্রচারের কয়েক মাস পরেই অবশ্য ভারতে আগস্ট-আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু ঐ আন্দোলনের সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ আছে, এ কথা কোন রাজনীতিক স্বীকার করবেন না।

তবু এর মধ্যে মহাবিপ্লবী রাসবিহারীর স্বাদেশিকতার জ্বলন্ত পরিচয় পাওয়া যাবে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি তাঁর মনে অনুপ্রেরণা জোগাত, আমৃত্যু তিনি স্বাধীন-ভারতের স্বপ্ন দেখে গেছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ ফৌজ ও আজাদ-হিন্দ গবর্নমেণ্টের পূর্ণ ইতিহাস লিখবার সময় তার প্রারম্ভ অধ্যায়ে রাসবিহারী বসুর প্রচেষ্টা এবং আনুষঙ্গিক এই বক্তৃতাগুলির মূল্য অপরিমেয় বলে বিবেচিত হবে।

রাসবিহারী বসুর বই বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার দুর্লভ সৌভাগ্য বোধকরি আমরাই সর্বপ্রথম অর্জন করলাম।

কলিকাতা, ১লা শ্রাবণ প্রকাশক



মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু

কিছুকাল পূর্বে যখন জাপান-প্রবাসী বীর বাঙালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হয়, তখন আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকায় তাঁর জীবন-কাহিনী যথোপযুক্ত মর্যাদা পায় নি। এর থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে জাতীয়তাবাদী ভারত আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রথম যুগের অগ্নিমন্ত্রের হোতা এই বীর বাঙালিকে ভুলে যেতে বসেছে। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভের জন্যে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস যখন লেখা হবে, তখন রাসবিহারী বসুর বিপ্লবী ঐতিহ্যকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতেই

হবে। ঘটনাচক্রের ফলে ভারতে তাঁর বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা বিফল হওয়ায় তাঁকে জাপানে গিয়ে স্বেচ্ছা-নির্বাসন বরণ করতে হয়েছিল সত্য, কিন্তু দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতকে স্বাধীন করার জন্যে প্রবীণ বয়সেও রাসবিহারী পূর্ব-এসিয়ায় যে অপূর্ব প্রচেষ্টা শুরু করে-ছিলেন, যার সুস্পষ্ট পরিণতি রূপে আমরা পেয়েছি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ ফৌজ ও আজাদ-হিন্দ গভর্নমেণ্টকে, সে প্রচেষ্টার কথা যদি আমরা স্মরণ করি, তবে স্বীকার করতেই হয় যে জন্মবিপ্লবী রাসবিহারী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বৈপ্লবিক ঐতিহ্য ভোলেন নি; তাঁর জলন্ত স্বদেশপ্রেম একটুও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নি।

প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৫ অব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাসবিহারী বসু ভারতব্যাপী যে বিরাট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আয়োজন করেছিলেন, তার জন্যে তিনি ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর এই বিরাট কর্মপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সাফল্য বা অসাফল্যের মাপকাঠিতে কোন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার বিচার চলে না। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ ফৌজের কর্মপ্রচেষ্টাও সাময়িক ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আজাদ-হিন্দ ফৌজের সুমহান ঐতিহ্য যে আজ ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত জাগিয়ে তুলেছে সুপ্ত জনসমাজকে, তাদের করে তুলেছে স্বধীনতা-সচেতন ও বিপ্লবমুখী—সে কথা আমরা কি ভুলে যেতে পারি? রাসবিহারী বসুর বিপ্লব-প্রচেষ্টাকেও এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার করে দেখতে হবে। ১৯১৫ অব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাসবিহারী যে ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন, তার পিছনে তাঁর বহু বৎসরের আন্তরিক সাধনা

ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে ১৯০৫ অব্দের যে গৌরবময় জাগরণ-মুখর বৈপ্লবিক যুগ—রাসবিহারী ছিলেন সেই যুগেরই মানস-সন্তান।

রাসবিহারী অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান ছিলেন না বলে জীবনের প্রথমেই তাঁকে ফরেস্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের হেড-ক্লার্কের চাকরি নিয়ে দেরাদুনে চলে যেতে হয়েছিল। তখন সর্বপ্রকার বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ—বিশেষ করে কলিকাতা ও চন্দননগর ছিল সে যুগের বিপ্লবীদের প্রধান কর্মস্থল। ঘটনাচক্রে রাসবিহারী জীবনের প্রথমেই চন্দননগর ও কলিকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে বিপ্লবকে তিনি ছাড়লেন না, আর বিপ্লবও তাঁকে ছাড়ল না। সরকারি চাকরিতে সরকারি চাকুরেদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে কয়েক বৎসর কাটাতে বাধ্য হলেও, তিনি গোপনে গোপনে পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক কর্ম-প্রচেষ্টায় ইন্ধন জুগিয়ে চলেছিলেন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি শীঘ্রই যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে গুপ্ত বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর অনুরক্ত শিষ্যের সংখ্যাও ক্রমশ বেড়ে চলেছিল। এই সব বৈপ্লবিক পরিকল্পনার জন্যে তিনি মাঝে মাঝে সরকারি চাকুরি থেকে ছুটি নিয়ে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করতেন। উর্ধ্বতন কর্মচারীরা তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য জানতেন না বলেই রক্ষা।

রাজদ্রোহ তদন্ত-কমিটির রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে রাসবিহারী বসুই "দিল্লী ষড়যন্ত্রের জন্যে প্রসিদ্ধ দীননাথ, অবোধবিহারী, আমির-চাঁদ, বালমুকুন্দ, বসন্তকুমার বিশ্বাস প্রভৃতি বিপ্লবীদের বোমা ছুড়তে এবং রাজদ্রোহমূলক পুস্তিকাদি প্রচার করতে শেখাতেন।"

মীরাটের দ্বাদশ ভারতীয় অশ্বারোহী-বাহিনীর লাইনে ধরা পড়লেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারের পর তাঁকে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করতে হল।

রাজদ্রোহ তদন্ত-কমিটির রিপোর্টে আছে, এরও পূর্বে রাসবিহারী অমৃতসরে ছিলেন; সেখানে বিপ্লবে অংশ-গ্রহণের জন্যে গ্রামবাসীদের তৈরী করে তুলেছিলেন। প্রয়োজনীয় বোমা তৈরী করা হয়েছিল, অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হয়েছিল এবং রেলওয়ে ধ্বংস করা ও টেলিগ্রাফের তার কাটার জন্যে যন্ত্রাদিরও যোগাড় করা হয়েছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা স্থির করেছিলেন যে একই সঙ্গে লাহোর, পিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, ঢাকা, জব্বলপুর ও কাশীতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হবে। দুর্ভাগ্যবশত ১৯শে ফেব্রুয়ারি রাসবিহারীর প্রধান কর্মকেন্দ্রে পুলিশ হানা দেয়। রাসবিহারী পালিয়ে গেলেন, আর "জাতীয় অভ্যুত্থান" ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। এই ষড়যন্ত্রের শাখা সুদূর সিঙ্গাপুরে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বলে প্রকাশ। নির্ধারিত দিনে সিঙ্গাপুরে একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হয়েওছিল। রাসবিহারীর সংগঠন-নৈপুণ্য যে কত চমৎকার ছিল, এ তারই একটা প্রমাণ। এই বিপ্লবী বীর জনমানবকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারতেন। তিনি মাইকেল ওডায়ারের দেহরক্ষীদের পর্যন্ত নিজের দলে টানতে পেরেছিলেন।

"জাতীয় অভ্যুত্থান" পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় রাসবিহারী বসু বিদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। তিনি বুঝতে পারেন যে দেশে থেকে আর তাঁর পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে না—পুলিশের হাতে ধরা পড়লে অহেতুক জীবন যাবে। কিন্তু বৈপ্লবিক কাজের উপর তিনি কোনদিন আস্থা হারিয়ে ফেলেন নি। দেশত্যাগের পূর্বে তিনি কয়েকজন শিষ্যকে

ডেকে উপদেশ দিয়ে গেছলেন, তাঁরা যেন কাজ চালিয়ে যান। নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেশত্যাগ করে রাসবিহারী অবশেষে জাপানে পৌছলেন। সংবাদ প্রকাশিত হবার পর বৃটিশ-গভর্নমেণ্ট জাপানি গভর্নমেণ্টের কাছে দাবি জানালেন রাসবিহারীকে ফিরিয়ে দিতে। জাপানি গভর্নমেণ্ট হয়তো তাঁকে বৃটিশের হাতে তুলে দিতেন—কিন্তু তার উপায় ছিল না। রাসবিহারী জাপানে গিয়ে যাঁর আশ্রয়ে ছিলেন তিনি ব্ল্যাক-ড্রাগনদের অধিনায়ক তোয়াসা। এই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও তার অধিনায়ককে জাপ-গবর্নমেণ্ট পর্যন্ত ভয়ের চোখে দেখতেন। সুতরাং রাসবিহারী চিরজীবন জাপানে স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসনে রয়ে গেলেন। টোকিওতে তিনি ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি একজন জাপানি নারীকে বিবাহ করেন এবং জাপানি ভাষায় ভারত সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচনা করেন। সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেবের প্রসিদ্ধ বই 'ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ্' (India in Bondage) তিনি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি নিজে জাপানি একটি পত্রিকা পরিচালনা করতেন এবং জাপানের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ভারতের মুক্তি সম্পর্কে নিয়মিত ভাবে লিখতেন।

রাসবিহারী বসু জাপানের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ভারতের যোগ-সূত্র স্থাপনের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পেয়েছিলেন। জাপানের ভ্রান্ত সমরবাদী নীতির জন্য তাঁর প্রচেষ্টা অবশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। তবে বিগত যুদ্ধের সময় তিনি জাপ-গভর্নমেণ্টকে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সাহায্যদানের জন্যে সম্মত করতে পেরেছিলেন। সর্বত্র তিনি ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিয়ে বেড়াতেন। জাপানের সরকারি-বেসরকারি সকল মহলেই এই বিপ্লবী বাঙালি বীরের বিশেষ শ্রদ্ধার আসন ছিল।

বিপ্লবীর আহ্বান

১৯৪১ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ইঙ্গ-বৃটিশ শক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ-ঘোষণা করার পর থেকে রাসবিহারী ব্রহ্ম মালয় প্রভৃতি দেশস্থিত প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করে ভারতের মুক্তি-যুদ্ধে নিয়োজিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় আজাদ-হিন্দ সঙ্ঘ জন্ম নিয়েছিল, আর কর্নেল মোহন সিং-এর নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠেছিল। পূর্ব-এশিয়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত তিনিই ছিলেন পূর্ব-এসিয়ার ভারতীয়দের রাষ্ট্রনায়ক। সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাবের পর তিনি সুভাষচন্দ্রের হাতে সকল কর্তৃত্ব তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুভাষ-চন্দ্র এই ত্যাগব্রতী স্বদেশপ্রেমিক বীর বাঙালি বিপ্লবীকে এত বেশি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন যে রাসবিহারী বসুকে তিনি আজাদ-হিন্দ গভর্ন-মেণ্টের প্রধান উপদেষ্টার পদে বরণ করেছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাসবিহারী বসু তাঁর এই পদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

গোপাল ভৌমিক

পটভূমিকা

এই বইয়ে জাপান-প্রবাসী বাঙালি বিপ্লবী-নেতা রাসবিহারী বসুর কতকগুলি বেতার-বক্তৃতা মুদ্রিত হয়েছে। এর অর্থ পুরোপুরি বুঝতে হলে যে সময়ে এই সব বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল, সেই সময়ের পটভূমিকার সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন। ১৯৪২-এর মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে টোকিও বেতার-কেন্দ্র থেকে ভারতের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের উদ্দেশ্যে রাসবিহারী বসু এই সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন। পরে আগস্ট মাসে (যখন ভারতের জনগণ আগস্ট-বিপ্লবের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে সমুদ্যত হয়েছে) ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ, ব্যাঙ্কক (শ্যামদেশ) থেকে এগুলি On to Fight নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তখন ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয়ের চরম বিপদের দিন। ১৯৪১-এর ৭ই ডিসেম্বর জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার পর মাত্র চারি মাস সময়ের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের অধিকাংশ দ্বীপাঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল আমেরিকার হাত থেকে, এবং পশ্চিম দিকে মালয় ব্রহ্ম পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল থেকে সমূলে বৃটিশ-শক্তির উচ্ছেদ করেছিল। ব্রহ্ম ত্যাগ করে বৃটিশ-শক্তি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। আর অতি-দ্রুত আক্রমন পরিচালনায় ক্লান্ত জাপান ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে দাঁড়িয়ে বিশ্রামের চেষ্টা করছিল।

ভারতের সম্মুখে তখন বিরাট সমস্যা। জাপান ভারত-আক্রমণ করলে ভারত কি করবে? ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানির সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধারম্ভের কিছু পরেই জাতীয়তাবাদী ভারত বৃটিশ শাসক-শক্তিকে জানিয়ে দিয়েছিল যে ভারতের স্বাধীনতা-লাভের সুস্পষ্ট

প্রতিশ্রুতি না দিলে এবং ভারত সম্বন্ধে মিত্রপক্ষের যুদ্ধাদর্শ কি, তা সুস্পষ্ট ভাবে না জানালে—ভারত কোন প্রকারেই সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শক্তিকে সাহায্য করবে না। বৃটিশের কাছ থেকে বাঞ্ছিত বিষয়ে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না পাওয়ায় বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল পদত্যাগ করেছিলেন। তার কিছুকাল পরে ভারতের বাণী-মূর্তি গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহও প্রবর্তিত হয়েছিল। সমগ্র ভারতে চলছিল রাজনৈতিক অচল অবস্থা। তবু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের ঘুম ভাঙে নি—তিনি ভারত-রক্ষা আইনের নির্মম বেড়াজালে ভারতকে বেঁধে কঠিন হাতে শাসন-কার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আকস্মিক বিপদ্‌পাত হল ব্রহ্ম ও মালয়ে। জাপানিরা একেবারে ভারত-সীমান্তে এসে পড়ল। সহসা চার্চিল গভর্নমেণ্টের টনক নড়ল। অশান্তি-বিক্ষুব্ধ ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লাভের পিপাসা যদি কিয়দংশও না মেটানো যায়, তবে তো জাপানি আক্রমণের মুখে ভারতকে ধরে রাখা যাবে না। এই অত্যাবশ্যক সামরিক প্রয়োজনে চার্চিল সাহেব স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপ্‌সের মারফত আপোষ-প্রস্তাব পাঠালেন জাতীয়তাবাদী ভারতের কাছে। ক্রীপ্‌স-প্রস্তাবের কি পরিণতি হয়েছিল—তা আমরা সবাই জানি।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রীপ্‌স-প্রস্তাবের ফাঁদে জাতীয়তাবাদী ভারতকে ধরবার চেষ্টা করছেন জেনে টোকিওয় বাঙালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর চোখের ঘুম ছুটে গিয়েছিল বলা চলে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের চালাকি তিনি জানতেন বলেই ক্রীপ্‌স-প্রস্তাবের আন্তরিকতায় তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। একে তিনি প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছিলেন ভারতকে নতুন সাম্রাজ্যবাদী জালে ফেলার অপকৌশল বলে। শেষ

পর্যন্ত তাঁর ধারণাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। সেই সময় আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান চিত্তে জাতীয়তাবাদী ভারতকে ক্রীপ্‌স্‌ প্রস্তাব বর্জনের নির্দ্দেশ দিয়ে টোকিও থেকে তিনি যে সব বেতার-বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলোই বর্তমান পুস্তকে সঙ্কলিত হয়েছে। তিনি জাতীয়তাবাদী ভারতকে সম্বোধন করে বলেছেন—আপোষের পথে স্বাধীনতা নেই, স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে। এরই মাস তিনেক পরে বোম্বাই শহরে কংগ্রেস্‌ তার সুবিখ্যাত আগস্ট-প্রস্তাব গ্রহণ করে জাতিকে সংগ্রামের নির্দেশই দিয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গের আলোচনা এখানে অবান্তর। সুদূর টোকিও-প্রবাসে বসেও রাসবিহারী বসু কি ভাবে দিনের পর দিন সোদ্বেগে ভারতের স্বাধীনতার কথা ভাবতেন —স্বাধীনতার পথে ভারতের ক্রমিক অগ্রগতি সংগ্রহে লক্ষ্য করতেন, আলোচ্য বক্তৃতাবলীর মধ্যে তার সন্ধান পাওয়া যায়। আর সন্ধান পাওয়া যায়, এই স্বদেশ-প্রেমিক বাঙালি বিপ্লবীর তীক্ষ্ণ রাজনীতি-বোধের। রাসবিহারী বসুর বহু-বিচিত্র চরিত্র বুঝতে হলে এ বক্তৃতাবলী-পাঠ অপরিহার্য।

বিপ্লবীর আহ্বান

গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে ভারতকে ভারতবাসীর আয়ত্তাধীন করার উদ্দেশ্যে আমার ভারতীয় ভাইরা স্বদেশে ও বিদেশে হাজারে হাজারে আত্মত্যাগ করেছেন; বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছেন। আমরা নিরস্ত্র ছিলাম এবং এখনও আছি বলে এখন পর্যন্ত আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। আজ কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির প্রভাব ও প্রভুত্বের হানি এবং বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ায় স্বাধীন সমৃদ্ধ অঞ্চল গঠনের পরিকল্পনায় জাপানের যুদ্ধ-ঘোষণার জন্যে আমরা ভারতের স্বাধীনতার বহু-আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য-সাধনের অপূর্ব সুযোগ লাভ করেছি।

ভারতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আসুন আজ আমরা ঈশ্বরের কৃপা ও নির্দেশে, শ্রীকৃষ্ণের অনাসক্ত কর্ম, ভগবান বুদ্ধের অনাত্মন্, ইসলামের আল্লার মহা-সত্য, গুরু গোবিন্দ সিং এবং সত্যাগ্রহী মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃটেনের সঙ্গে আমাদের অতীত সম্পর্কের অবসান ঘটাই; সমগ্র জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াই। হংকং ও মালয়ের ভারতীয় সৈন্যদের কার্যকলাপ আমাদের মনের উপর গভীর ছাপ ফেলেছে। ভারতকে ভারতীয়-

দের জন্যে ও এশিয়াকে এশিয়াবাসীদের জন্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তারা বৃটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমরা চাই যে আপনারাও এই মুহূর্তে জাগ্রত হয়ে নিজে নিজে কর্তব্য করুন। বন্দে মাতরম্!

টোকিও, ১৬-২-৪২

শ্রদ্ধা-নমস্কার !

পূর্ব-এশিয়ায় প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতিনিধিরূপে আমি, রাসবিহারী বসু, আপনাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদন করি।

আপনারা একটা মহাজাতি,—আপনাদের সংস্কৃতির মাধুর্য ও অতীতের গৌরব বর্ণনা করার মতো ভাষা আমার নেই। আপনাদের জাতি উদ্ভূত হয়েছে স্বর্গের দেব-বংশ থেকে; আপনাদের জাতীয় অস্তিত্বের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্য-সাধন ঐশ্বরিক পরিকল্পনারই অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ।

বহুযুগ ধরে আপনারা সে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, এবং নিজেদের সামর্থ অনুসারে সে উদ্দেশ্য সাধনও করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে একটা দুঃখের যুগ এসেছিল। তারই হাত থেকে বর্তমানে আপনারা মুক্তি পেতে চলেছেন। বৃটিশের অধীনতা পাশ ছেদনের জন্যে আপনাদের দীর্ঘস্থায়ী অসম যুদ্ধের প্রশংসা এখনও এদেশে আমি শুনে থাকি, আর গর্ব ও

আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে। আজ এই সুযোগে আমি আপনাদের বলছি, আপনাদের প্রচেষ্টা যেদিন সাফল্য-মণ্ডিত হবে, যেদিন সহস্র সহস্র ভারতীয়দের আত্মত্যাগ ফলপ্রসূ হবে, বৈদেশিক অধীনতাপাশ মুক্ত হয়ে যেদিন আপনারা নিজেদের ঈশ্বর-নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারবেন, সে দিন আর দূরে নয়।

আমি সেইসব ভারতীয়ের উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা-নমস্কার জানাই, যাঁরা ভারত বৃটেনের অধীনে যাবার পর থেকে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সমষ্টিগত ভাবে ভারতের স্বাধীনতা পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্যে নিজেদের জীবন বলি দিয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ দেশবাসীর কাছে পরিচিত ও সম্মানিত, কিন্তু অধিকাংশের জন্যেই কেউ চোখের জল ফেলে না, সম্মান দেখায় না, গুণ-কীর্তনও করে না। বিশেষ করে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ভারতীয় স্বাধীনতার সেই সব হিন্দু-মুসলমান সৈনিক ও তাঁদের নেতৃবৃন্দের প্রতি যাঁরা ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে মুক্তি-যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যুদ্ধ-পরবর্তী প্রথম দশকে যাঁরা নিজেদের জীবন ও সর্বস্ব বিপন্ন করে বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, সেই সব ভারতীয় বিপ্লবীর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা হাজারে হাজারে মৃত্যু-বরণ করেছিলেন—দুর্ভাগ্যবশত নিজেদের যাত্রাপথের শেষ দেখে যেতে পারেন নি। তাঁদের জীবনকালে যে সুযোগ আসে নি, আমরা সে সুযোগ পেয়েছি জাপান ইংল্যাণ্ড ও

আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায়। সুদিন প্রত্যাসন্ন, এই কথা জেনে সেইসব শহীদের আত্মা শান্তি লাভ করুক।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ভারতীয় জাগরণের সেই সব নেতার প্রতি, যাঁদের অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার ফলে আধুনিক ভারত পৃথিবীতে তার মর্যাদা বুঝতে শিখেছে এবং নিজ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। আমি রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করছি। তারপর ঐতিহাসিক ক্রম-অনুসারে আসছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী দয়ানন্দ, সৈয়দ আহম্মদ খাঁ, বিচারপতি রাণাড়ে, রাজা স্যার টি. মাধব রাও, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী রামতীর্থ, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রদ্ধেয় আরও বহুজন। এঁদের সকলেরই উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধা-নমস্কার জানাই। আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টায় তাঁদের আত্মা যেন পথের নির্দেশ দান করেন।

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সেই সব অগ্রণী ও নেতৃবৃন্দের প্রতি যাঁদের সুনিপুণ পরিচালনায় কংগ্রেস আজ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পেরেছে। দাদাভাই নওরোজী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকমান্য তিলক, গোখেল, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায়, হাকিম আজমল খাঁ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, বিঠল ভাই প্যাটেল প্রভৃতি

বিপ্লবীর আহ্বান

নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাঁরা যেন বর্তমান প্রচেষ্টায় আমাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। ভারতকে ভারতীয়দের এবং এশিয়াকে এশিয়াবাসীদের আয়ত্তে আনাই আজ আমাদের প্রাণপাত প্রচেষ্টা। বন্দে মাতরম্!

টোকিও, ৯-৩-৪২



শ্রীঅরবিন্দকে

শ্রীঅরবিন্দকে নমস্কার!

এ নমস্কার তাঁর উদ্দেশ্যে যাঁর উৎসাহোদ্দীপক আহ্বানে জন্ম নিয়েছে সুস্পষ্ট ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সেই সব স্রষ্টার মধ্যে অগ্রণী যাঁরা আজও সুস্থদেহে বিরাজমান এবং যাঁদের জ্বলন্ত বাগ্মিতা ও বজ্রনির্ঘোষী লেখনীর জোরে আধুনিক ভারতীয়দের কাছে স্বদেশপ্রেম নতুন ও গভীর অর্থ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

আধ্যাত্মিক সাধনা যদি ভারতীয় জাতির প্রাণস্বরূপ হয়,

তবে শ্রীঅরবিন্দই তার জীবন্ত প্রতিরূপ। এর যে সব রহস্য ভারতীয় জাতির মতোই সুপ্রাচীন, তিনি তাদের গভীরতার পরিমাপ করতে পেরেছেন। নীরবতা শক্তিশালী সৃষ্টির অগ্র-দূত—একথা পুরোপুরি অনুধাবন করে আজ তিনি ভগবৎ-সংসর্গে নীরব জীবন যাপন করছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাই।

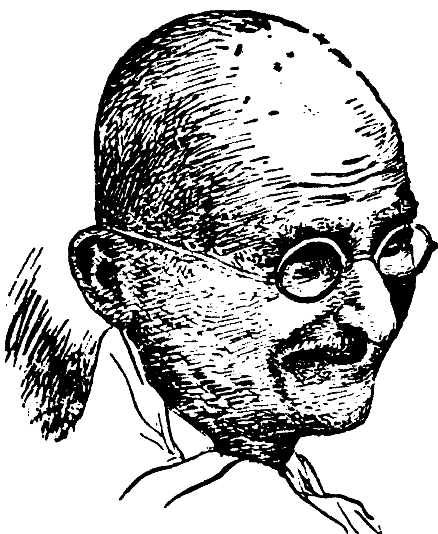
শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস এবং তাঁর পরম-সত্য সন্ধানের পথের সঙ্গে ইসলামের তত্ত্বান্বেষী শ্রেষ্ঠ সুফীদের বিশ্বাস ও পথের যথেষ্ট মিল আছে। কোটি কোটি হিন্দুর চোখে তিনি অতি উচ্চ শ্রেণীর একজন যোগী। কাজেই তাঁর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি হিন্দু এবং মুসলমান—এই দুই মহান ধর্মবিশ্বাসের সার-সমন্বয়। এ দুয়ের সুসমঞ্জস সংমিশ্রণের উপর নির্ভর করে ভাবী ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এবং ভাবী ভারতীয় রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। নমস্কার নিবেদন করি শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশে। সুদীর্ঘ কাল পূর্বেই শ্রীঅরবিন্দ ভারতের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করেছেন। তাঁর মতে, স্বাধীন-ভারত নিজের আধ্যাত্মিক সাধনা-সম্পদের বাণী প্রচার করে বিশ্বের সেবা করবে। আজ ভারতমাতা পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বহু দশক পূর্বে যেমন হয়েছিল, আজও তেমনি শ্রীঅরবিন্দের এগিয়ে এসে ভারতমাতার মুক্তি সংসাধনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার সময় এসেছে বলে মনে করি। মায়ের ডাকে তিনি যেন সাড়া দেন, এই প্রার্থনা সহ তাঁকে আমি নমস্কার জানাই।

বিপ্লবীর আহ্বান

কোন বিরাট ও মহৎ কাজ আরম্ভ করার পূর্বে বয়োবৃদ্ধ ও অগ্রণীদের আশীর্বাদ-লাভের সনাতন ভারতীয় রীতি অনুসারে তাঁকে আমি নমস্কার প্রেরণ করছি। ভারতীয়দের জন্যে ভারত এবং এশিয়াবাসীদের জন্যে এশিয়া—এ নীতির জন্যে আমার সামান্য ক্ষমতানুযায়ী কাজ করার যে নতুন সংকল্প গ্রহণ করেছি তাতে যেন তিনি সন্তুষ্ট হন।

শ্রীঅরবিন্দ, আমি আপনাকে নমস্কার করি। বন্দে মাতরম্!

টোকিও, ১১-৩-৪২



মহাত্মা গান্ধীকে

মহাত্মাজী,

পূর্ব-এশিয়া-প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতিনিধিরূপে আমি, রাসবিহারী বসু, আপনাকে ভারতীয় জাতির একমাত্র নেতা বলে মনে করি। আর একথা বলতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নেই যে, আপনার হাতে ভারতীয় জাতির ভাগ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।

প্রথমত, সত্যাগ্রহের নীতির উদ্ভাবন ও অনুসরণ করে এবং সমগ্র জাতিকে এ নীতি অনুযায়ী বাঁচতে শেখানোর চেষ্টা করে আপনি দেখিয়েছেন যে ভারতীয় নীতিশাস্ত্র ও ইতিহাসে যা

কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু মহান—আপনি তার উত্তরাধিকারী। সত্যাগ্রহ-নীতিকে সমস্ত শ্রেণী, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভারতীয়দের মিলন-কেন্দ্র রূপে স্থাপন করে, আপনি নেতৃত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আপনি এমন এক সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মগত বিরোধ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সর্বোপরি বৈদেশিক অত্যাচারজনিত বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে ভারতের পক্ষে সত্যাগ্রহ ছাড়া অন্য কোন নীতির উপর নির্ভর করা সম্ভব ছিল না।

হাজার হাজার বৎসর পূর্বে ভারত ঠিক প্রায় এমনই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল; তখন ভগবান কৃষ্ণ অনাসক্ত কর্মের নীতি প্রবর্তন করে তাকে বাঁচিয়েছিলেন। সে আদর্শ আজও ধ্রুবতারার মতো জ্বল্-জ্বল্ করছে এবং আগামী বহু যুগ ধরে আমাদের তা পথপ্রদর্শক হয়ে রইবে। ভগবান কৃষ্ণের 'অনাসক্ত কর্ম' এবং 'সত্যাগ্রহ' নীতির মধ্যে আমি কোনই বিভিন্নতা দেখি না।

তারপর অনেক শতাব্দী পরে এলেন ভগবান বুদ্ধ। তিনিও এসে ভারতকে অনুরূপ অবস্থায় দেখলেন। তিনিও তাঁর 'অনাত্মন্' নীতি প্রচার করে ভারতের ভাগ্যের গতি ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলেন। আমার মতে সেই মহান নীতির সঙ্গেও সত্যা-গ্রহের সাদৃশ্য আছে;

তারপর আরও কয়েক শতাব্দী অতীত হল। আরব দেশে হজরত মহম্মদ জন্ম নিলেন। তিনি আল্লাহ্ ও সত্যকে অভিন্ন-রূপে দেখলেন এবং বললেন যে সত্যকে সকল অবস্থার মধ্যে মেনে চলতে হবে। তাঁর অনুগামীরা এলেন ভারতে, সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সংস্কৃতি। কিছুকালের জন্যে মনে হল যেন তাঁরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে এ দেশ-বাসীদের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছেন না। যদিও সত্য সেই একই, তবু মানুষের মন তাকে অনুভব করত ভিন্ন রূপে। আমার বিশ্বাস, সত্যাগ্রহ-নীতিই এইসব লোকের পক্ষে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার কাজ করতে পারে; বিবেকসম্মত উপায়ে এ নীতি অনুসরণ করলে হিন্দু এবং মুসলমান নিজেদের ভিন্ন ধর্মমত মেনেও ভারতে এক জাতিরূপে বাস করতে পারবে।

পরিশেষে আমি বলতে পারি যে, সত্যাগ্রহ-নীতি সমস্ত বড় ধর্মের সারাংশ বিশেষ এবং সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও মিথ্যা-পাণ্ডিত্যের পরম প্রতিষেধক। এই নীতিকে জীবন্ত শক্তিতে রূপান্তরিত করার মধ্যেই ভারতের জাতীয় উদ্দেশ্য নিহিত। কিন্তু সে যদি বৃটিশ-শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি না পায়, তবে তার এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। কাজেই ভারতকে ভারতীয়দের আয়ত্তাধীনে আনবার উদ্দেশ্যে আমরা সর্বশক্তি সমর্পণের মনস্থ করেছি। বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ার বর্তমান যুদ্ধে এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্যে—এই যে নীতি, তারও সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত করেছি।

আমার বর্তমান কাজে আপনার আশীর্বাদ পেলে আমি অত্যন্ত সুখী হব। ভারতকে পূর্ণ-স্বাধীনতার লক্ষ্যে নিয়ে যাবার জন্যে ভগবান আপনাকে প্রকৃত পথ প্রদর্শন করুন, যাতে স্বাধীন দেশ রূপে ভারত কাজের মধ্য দিয়ে মহান্ সত্যাগ্রহ-নীতির জীবন্ত উদাহরণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বন্দে মাতরম্!

টোকিও, ১৩-৩-৪২

ভারতীয় জাতি এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি

পৃথিবীর ইতিহাসের এই সঙ্কট-মুহূর্তে যখন এক কালের মহাগর্বের বৃটিশ-সাম্রাজ্য জাপান এবং অক্ষশক্তিপুঞ্জের কঠিন আঘাতে প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন, তখন বিশ্ববাসীর চোখে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্ক নতুন আগ্রহের সঞ্চার করবে—এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

যুদ্ধের থেকে ভারতকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের প্রধান নীতি। এই নীতি কার্যকরী করার জন্যে সে ভারতের সীমান্তবর্তী দেশগুলোরও স্বাধীনতা হরণ করেছিল। ভেদনীতির দ্বারা অপরের উপর প্রভুত্ব করা সাম্রাজ্যবাদের সনাতন রীতি; এবং এদিক থেকে সে ভারতে এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপর সম্প্রদায়কে উস্কিয়ে দিয়েই শুধু যে ভাল খেলা খেলেছে, তা

নয়—বিশ্বের রাজনীতিক্ষেত্রেও সে তার প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্যে এই একই কৌশল অবলম্বন করেছে। এসব চালাকি কিন্তু ধরা পড়ে গেছে। ফলে আজ সে আর তার বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য ধরে রাখতে পারছে না; আমাদের চোখের সামনেই সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

এ সময়ে ভারতীয়দের উচিত, বৃটিশ-শাসন এ পর্যন্ত যে সব অকল্যাণ সৃষ্টি করেছে সে সমস্ত আগাগোড়া ভেবে দেখা, এবং এ শাসন ধ্বংস করার উপায় উদ্ভাবন করে ভারতীয়দের জন্যে ভারত ও এশিয়াবাসীদের জন্যে এশিয়া সৃষ্টির চেষ্টা করা।

দুই শত বৎসর পূর্বে ইংল্যাণ্ড ছিল একেবারে একটি ক্ষুদ্র শক্তি। অর্থনৈতিক, সামরিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে সে শুধু ভারতের চেয়েই হীন ছিল না—এশিয়ার অধিকাংশ দেশের চেয়েই হীন ছিল। কিন্তু দুই শত বৎসর পরে ইংল্যাণ্ড পৃথিবীতে প্রথম শ্রেণীর শক্তি হয়ে দাঁড়াল। তার সন্তানেরা ঐশ্বর্যময় জীবন যাপন করতে লাগল, প্রয়োজনাতিরিক্ত পোযাক পরতে লাগল, শ্রেষ্ঠ খাদ্য খেতে লাগল এবং প্রভুর মতো বাস করতে লাগল। কিসে এটা সম্ভব হল? এটা সম্ভব হল—সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে নিদারুণরূপে শোষণ করতে পেরেছিল বলেই। ইংল্যাণ্ড যত ধনী হতে লাগল, ভারত হতে লাগল তত দরিদ্র; অধিকাংশ ভারতীয় অনশনের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। আরও যদি শোষণ চলে, তবে নিঃসন্দেহ ভারতীয় জাতি একেবারে অতীতের বস্তু

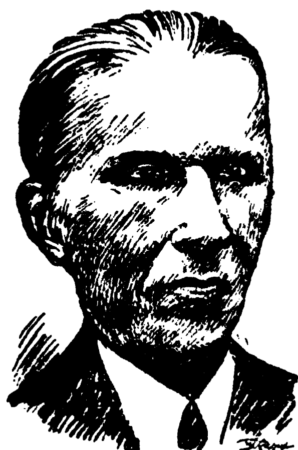
হয়ে দাঁড়াবে। মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি বলেছেন, "বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদ ভারতের উপর জঘন্য অনাচার করেছে।" আমি এর চেয়েও গুরুতর অভিযোগ করতে চাই—বৃটেন তার পররাজ্য-লিপ্সা এবং শোষণের দ্বারা শুধু ভারতে নয়—পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও মানবতার বিরুদ্ধে অনাচার করেছে। এক কথায়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মানবতার শত্রু; যত শীঘ্র তার ধ্বংস হয়, বিশ্বশান্তির পক্ষে ততই মঙ্গল।

ভারতীয় নরনারী ও ভারতের নেতৃবৃন্দ, আমি আপনাদের সাম্রাজ্যবাদী পুরানো অপকৌশল সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতে চাই। ভারতীয় জাতিকে প্রতারিত করার জন্যে বৃটিশ এখন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সকে পাঠাচ্ছে। কিন্তু আপনারা প্রতারিত হবেন না। গত ইউরোপীয় যুদ্ধের কাহিনী ভুলে যাবেন না। বৃটেনের যুদ্ধজয়ে সাহায্য করার জন্যে ভারত বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছিল। তার ত্যাগ-স্বীকারের পরিবর্তে ইংল্যাণ্ড তাকে স্বায়ত্ত-শাসন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারত পেয়ে-ছিল কি? ভারত পেয়েছিল সামরিক আইন আর জালিয়ানওয়ালা-বাগ। হাজার হাজার নিরস্ত্র শান্তিপ্রিয় ভারতবাসীকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল, এবং অনেকে হয়েছিল অঙ্গহীন। ১৯১৯-এর সামরিক আইন রিপোর্টের পৃষ্ঠা খুলুন—দেখতে পাবেন বৃটিশ শাসকদের অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ। এই ভাবে ইংল্যাণ্ড তার প্রতিশ্রুতি পালন করেছিল।

বিপ্লবীর আহ্বান

বৃটিশরা ভারতীয়দের পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার ন্যায়সঙ্গত দাবি স্বীকার করে নিতে অনিচ্ছুক—তার আর একটি উদাহরণ ভারত গবর্নমেন্টের ১৯৩৫ অব্দের শাসনতন্ত্র। অপর উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন—আপনারা সবাই সে সমস্ত জানেন। কাজেই স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স যে প্রস্তাব বহন করে আনবেন, তা আপনারা কখন অনুমোদন করবেন না। বর্তমান যুদ্ধে সাহায্যের জন্যে যে সব দেশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, অনুনয় বিনয় করে শেষ পর্যন্ত সে দলে টেনেছিল, তাদের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে—এই অনিষ্টকারী পরিকল্পনায় জড়িত না হতে আপনারা দৃঢ়সংকল্প হবেন। বৃটিশ সাম্রাজ্য অস্তমিতপ্রায়; তার আর পূর্ব প্রভাব ফিরে পাবার সম্ভাবনা নেই। কাজেই তার সঙ্গে আপনাদের ভাগ্য জড়িত করবেন না। দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যান। স্বাধীনতা কারও কাছ থেকে দান-স্বরূপ আসতে পারে না। এ অঞ্চল থেকে আমরা আপনাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাধ্যানুযায়ী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমাদের সকলকে স্বার্থত্যাগের মূল্য দিয়ে বৃটেনের কাছ থেকে জাতীয় স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। আমি আবার ভারতীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দকে সাবধান করে দিচ্ছি, তাঁরা যেন এই সন্ধি-ক্ষণে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কোন ফাঁদে পা না দেন। বন্দে মাতরম্‌!

টোকিও, ১৬-৩-৪২



মিঃ জিন্নার প্রতি

জনাব জিন্না সাহেব,

পূর্ব-এশিয়ায় প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতিনিধিরূপে আমি, রাসবিহারী বসু, বিশ্বাস করি যে কৃতজ্ঞতা মানবীয় সংস্কৃতির একটা প্রধান অবদান। আমি আপনার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা-বাক্য উচ্চারণের এই সুযোগ নিচ্ছি।

বহু বৎসর পূর্বে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং তার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জাতীয় আন্দোলন বলতে গেলে শৈশব অবস্থায় ছিল, তখন আপনি ছিলেন সেই সব মুষ্টিমেয় কংগ্রেস-নেতাদের অন্যতম যাঁদের অগ্নিবর্ষী জাতীয়তাবোধ জনসাধারণের প্রশংসা ও অনুরাগের বিষয় ছিল। সমগ্র পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয় অধিবাসীদের তরফ থেকে আমি জাতীয়তাবাদী রূপে

ও কংগ্রেসের সেবক রূপে ভারতীয় জাতির জন্যে আপনার সেবা পূর্ণরূপে স্বীকার করছি এবং ভারতীয় রূপে আমি সে জন্যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

বর্তমানে মুসলিম লীগের সভাপতি রূপে আপনাকে স্বদেশে এবং বিদেশে ভারতীয় মুসলমানদের একটা বিরাট অংশের নেতা বলে মনে করা হয়। একটা সম্প্রদায় যত বড় এবং যত গুরুত্বপূর্ণই হোক, শুধু তারই নেতারূপে আমি কিন্তু আপনাকে দেখতে অনিচ্ছুক। আমার চোখে আপনি এখনও কিন্তু সেই বহুবর্ষ পূর্বের পুরাতন মহম্মদ আলি জিন্না—যিনি সমগ্র ভারতীয় জাতির অন্যতম প্রধান নেতা রূপে চিন্তা করতেন, কথা বলতেন ও চলাফেরা করতেন। আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি, আমার এই কথাগুলি আপনার কাছে যেন প্রকৃত অর্থ নিয়ে প্রতিভাত হয়; আপনি আবার যেন একটি মাত্র সম্প্রদায়ের নয়, ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের নেতা রূপে উদিত হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ার বর্তমান যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার ইতিহাসের ধারা পরিবর্তিত হতে চলেছে। বিশেষ করে, ভারতের ভাগ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে সমগ্র বিশ্বের আগ্রহ পুঞ্জীভূত হয়েছে। এ রকম মুহূর্তে আভ্যন্তরীণ বিরোধে ভারতের অন্তর্নিহিত জাতীয় শক্তি কি অপচয়িত হওয়া উচিত? চিরতরে এই সকল বিরোধের অবসান ঘটিয়ে ভবিষ্যতের

সম্মুখীন হবার জন্যে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করা হোক। সমগ্র পূর্ব-এশিয়া আজ শতাব্দী-স্থায়ী বৃটিশ শাসন-শৃঙ্খল দূরে সরিয়ে দেবার জন্যে দণ্ডায়মান। এশিয়া এশিয়াবাসীদের —এই নীতি গ্রহণ করে গভীর ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিরাট আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে, এবং তদনুসারে ভারতের প্রতিও আহ্বান জানানো হয়েছে ভারতীয়দের জন্যে ভারত— এই নীতির প্রবর্তনকল্পে।

কিন্তু ভারত ভারতীয়দের জন্যে হতে পারে না—যদি না হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয়েরা নিজ নিজ ধর্মচর্চা করেও জাতীয় সেবায় ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রবর্তী না হন। তাঁরা যদি দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সহজে এ কাজ করতে পারেন। কারণ, সত্য যদি ধর্মের সারবস্তু হয় এবং সর্বত্র ও সকল সময়ে সত্য যদি একই হয়, তবে ধর্ম-বিষয়ে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে বিবাদ হবার কোন কারণই থাকতে পারে না। জনাব জিন্না, এ সম্বন্ধে আপনার বিরাট কর্তব্য আছে। আল্লাহ্ আপনার পথপ্রদর্শক হোন, কর্তব্য-পালনে আপনি যেন তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করেন। পূর্ব-এশিয়া প্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে বলছি যে আপনি পুনরায় জাতীয় নেতারূপে আবির্ভূত হবেন, এই প্রত্যাশায় আমরা পরম আগ্রহে অপেক্ষা করছি। হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ!

টোকিও, ১৬-৩-৪২



পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রতি

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজী,

আজ বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ার যুদ্ধের ফলে প্রাচ্যে বহু-বিস্তৃত ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য অতি দ্রুত টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। সেই যুদ্ধ দ্রুত ভারত-সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। তাই এখন এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে জাতীয়তাবাদী ভারতের উপর—বিশেষ করে, আপনার নেতৃত্বে ভারত যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে—তার উপর। আপনার উক্তির মধ্য দিয়ে সময় সময় জাতীয়তাবাদী ভারতের যে মনোভাব প্রকাশিত হয়, তার প্রত্যাশায় শুধু বিশ্বের সংবাদপত্র-

গুলোই সাগ্রহ প্রতীক্ষায় থাকে না—বিভিন্ন রাজধানীর কূট-নৈতিক মহলের আগ্রহও সেগুলি ঘিরে পুঞ্জিত হয়ে থাকে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সকে ভারতে পাঠানোর পিছনে ভারতকে যুদ্ধে জড়িত করার চেষ্টা ছাড়া অপর কোন অর্থ নেই। এর ফলে ভারতীয় সমস্যার গুরুত্ব সহসা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সারা পৃথিবী—বিশেষ করে বিদেশ-প্রবাসী ভারতীয় আমরা সোদ্বেগে স্যার স্ট্যাফোর্ডের ভারত-পরিদর্শনের ফলাফল জানার প্রতীক্ষায় আছি।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এই সঙ্কট-ক্ষণে আপনাকে নেতারূপে নির্বাচন করে কংগ্রেস ও ভারত সৌভাগ্যবান হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, নিজের জীবিতকালেই আপনাকে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে ঘোষণা করে মহাত্মাজী তাঁর গভীর দূরদৃষ্টির আর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। আপনার সম্বন্ধে আমার বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় যুক্তির উপর। আপনিই ছিলেন কংগ্রেসের সেই প্রথম রাষ্ট্রপতি যার প্রভাবে কংগ্রেস ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্য ত্যাগ করে পূর্ণ স্বাধীনতার মন্ত্র গ্রহণ করেছে। ভারতের দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি এবং অর্থনীতির উপর বৃটিশ-নিয়ন্ত্রণ থাকবে না—এই দাবি জানিয়ে আপনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার সারবস্তু কাকে বলে। দান রূপে সর্তাধীন স্বাধীনতা গ্রহণ করা চলে না, স্বাধীনতা পুরুষকারের দ্বারা অর্জন করতে

হয়—সম্প্রতি আপনি এই উক্তি করেছেন বলে যখন জানা গেল, তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে আসন্ন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে আপনিই ভারতকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবেন।

সময় যেরূপ সঙ্কটময়, তাতে একটা সামান্য ভুলে জাতির সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আপনার লক্ষ্যলাভের পথে যে সব বিপদ আছে, তার কিছু বর্ণনা না দিয়ে আমি পারছি না। প্রথমত আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ভাগ্য-রবি ডুবে যাচ্ছে ; বাইরে থেকে সে যত সাহায্যই পাক না কেন নিয়তির হাত থেকে তার রক্ষা নেই। অন্য কথায় বলতে গেলে—ভারত সক্রিয় ভাবে তাকে সমর্থন করুক আর নাই করুক, ইংল্যাণ্ড এযুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না। অন্য দিক দিয়ে বলতে গেলে—যুদ্ধে পরাজিত হবার ফলে ইংল্যাণ্ড যে বিপদে পড়বে, তার পক্ষ হয়ে লড়াই করলে ভারতও সেই বিপদে পড়বে। ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধে ভারত যদি নিজেকে জড়িয়ে পড়তে দেয়, তবে তার ফলে ভারতকে আক্রমণ ও তজ্জনিত অন্যান্য দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে। এখন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স কিংবা অন্য কোন প্রতিনিধির মারফৎ ইংল্যাণ্ড যে কোন প্রস্তাব দেবে, দৃঢ়ভাবে তা নাকচ করে দেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে অসম্মত হবার মধ্যেই ভারতের মুক্তির পথ নিহিত।

আপনাদের হাতে বর্তমান অবস্থায় একমাত্র অস্ত্র আছে আইন-

অমান্য আন্দোলন। অবিলম্বে তা আরম্ভ করুন। আপনাদের গত আইন-অমান্য আন্দোলনে এ অঞ্চল থেকে আমাদের পক্ষে সাহায্য করার পথে যে বাধা ছিল, বর্তমানে সে বাধা আর নেই। এখন আপনারা যে কোন আন্দোলন আরম্ভ করুন, তার সাফল্যের জন্যে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করার মতো অবস্থা আমাদের আছে। আমরা যে আজ সাহায্য করতে সমর্থ, তার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের পক্ষ থেকে আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ধ্বংস ঐতিহাসিক প্রয়োজন এবং এশিয়ার জাতিপুঞ্জের মধ্যে স্বাধীন-ভারতের অভ্যুদয় দৈবের ইচ্ছা —এই মুহূর্তে আপনারা এই সত্য অনুধাবন করুন। বন্দে মাতরম্!

টোকিও, ১৮-৩-৪২



শ্রীসাভারকরকে

মাননীয় বিনায়ক রাওজী সাভারকর,

আপনাকে অভিবাদন জানাতে এসে দু'টি কারণে আমার হৃদয় স্বস্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। একটি এই যে, আপনাকে অভিবাদন জানিয়ে আমি একজন পূর্বাচার্য এবং সমধর্মী কমরেডের প্রতি কর্তব্য-পালন করছি। অপর কারণ, আপনার মারফত আমি প্রকৃত আত্মত্যাগ-বৃত্তিকেই অভিবাদন জানাচ্ছি।

এই ভাবে আপনাকে সম্বোধন জানাতে গিয়ে আমার মন চলে যাচ্ছে চল্লিশ বৎসর পূর্বের ভারতবর্ষে। তখন আমাদের জাতি একটা বিরাট নব অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল

আপনার উক্তিই উর্দ্ধৃত করছি: "হিমালয় থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত সমগ্র দেশ পবিত্র যজ্ঞ-বেদীতে পরিণত হয়েছিল এবং তার উপর প্রজ্বালিত করা হয়েছিল মহান্ যজ্ঞাগ্নি।" তখন আপনি ব্রতধারণ করেছিলেন ; আপনি সপরিবারে ছিলেন সেই যজ্ঞাগ্নির আহুতি বিশেষ। কিন্তু দৈব বিরূপ ছিল। আপনার বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ফল-প্রসূ হবার পূর্বেই স্বাধীনতার বেদীমূলে আপনার সমগ্র পরিবার ও প্রিয়জনদের আত্মনিবেদন আপনাকে চাক্ষুষ দেখতে হয়েছিল। এতেও ভীত না হয়ে আপনি আপনার চিন্তা বাক্য ও কার্য নিয়োগ করে চললেন পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা সাধন কল্পে। সশস্ত্র বিপ্লবে আপনার বিশ্বাস সেদিন নতুন শক্তি অর্জন করেছিল।

কিন্তু দৈব তবু সন্তুষ্ট হল না। আপনার বৈপ্লবিক কার্যের ফল দেখা দেবার পূর্বেই আপনাকে পর পর দু'বার আজীবন কারা-দণ্ডে দণ্ডিত করে রাখা হল আন্দামানের ভয়াবহ কারাগারে। সেখান থেকে আপনার পক্ষে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাওয়া মনে হল একেবারে অসম্ভব। অতি দুর্জ্ঞেয় দৈবের পথ ; চৌদ্দ বৎসর কারাবাসের পর ভয়ঙ্কর অসুস্থতার দরুন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ আপনাকে মুক্তি দিলেন। সেই দীর্ঘ কারাবাসের সময় আপনি নিশ্চয় এই বিশ্বাস নিয়ে সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, আপনি যে জীবন যাপন করছিলেন তার ছক দৈব আগে থেকেই কেটে রেখেছিলেন।

জীবিত অবস্থায় আপনি যে কারাগারের বাইরে আসতে পেরেছেন, আমি মনে করি এ আপনার পুনর্জন্ম। আমি এর মধ্যে ভগবানের নির্দেশ না দেখে পারি না। চল্লিশ বৎসর পূর্বে তৎকালীন অবস্থার দাবি অনুযায়ী আপনি দেশের প্রতি আপনার কর্তব্য করেছিলেন। আজ ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। আজ তার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা চরম সঙ্কট-ক্ষণ সমুপস্থিত। এর জন্যে তার নেতৃবৃন্দের পক্ষে চাই দৃঢ় বিশ্বাস এবং দূরদৃষ্টির গভীরতা। আদর্শবাদের জটিলতা বাদ দিয়ে ভারতে বৈদেশিক নীতি গঠন করতে হবে—এ কথা বলে আপনি পুনরায় শক্তিশালী নেতা রূপে আপনার দাবি সপ্রমাণ করেছেন। ইংল্যাণ্ডের শত্রুকে ভারতের মিত্র রূপে এবং তার মিত্রকে ভারতের শত্রু রূপে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়ে আপনি সংক্ষেপে বর্তমান ভারতের সমগ্র বৈদেশিক নীতি বর্ণনা করেছেন। সম্প্রতি আপনি আর একটি নীতি-ঘোষণায় বলেছেন, "ইংল্যাণ্ডের অসুবিধাই ভারতের সুযোগ—।" এর জন্যেও আপনাকে প্রশংসা করিতে হয়। আমি বিশ্বাস করি যে এইসব নীতি কার্যে পরিণত করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে আজ। সাভারকরজী, আমি আপনাকে এই সত্য অনুধাবন করে তদনুযায়ী কাজ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ইংল্যাণ্ড চরম অসুবিধায় পড়েছে, তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। ইংল্যাণ্ডের অসুবিধাই যে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে সুবর্ণসুযোগ—তা-ও নিশ্চয়ই

আপনি জানেন। সুতরাং আপনার নিজের যুক্তি অনুসারে, জাপান ইংলণ্ডের শত্রু বলেই ভারতের বন্ধু। জাপানের কথা বলতে গেলে, সে ইতিমধ্যেই ভারত সম্বন্ধে তার নীতি ঘোষণা করেছে। যখন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো ডায়েটের (জাপ পার্লামেন্ট) অধিবেশনে বলেছিলেন যে ভারতকে ভারতীয়দের নিজস্ব করার জন্যে এবং বিশ্বরাষ্ট্রসভায় তার প্রাপ্য পদমর্য্যাদা অর্জনে জাপান ভারতের প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে কসুর করবে না, তখন তিনি যা মুখে বলেছিলেন কাজেও তা-ই করতে চেয়েছিলেন।

যে শৃঙ্খল এ পর্যন্ত আমাদের মাতৃভূমিকে দাসত্বে আবদ্ধ করে রেখেছে, সেই শৃঙ্খল-ভঙ্গের চূড়ান্ত চেষ্টায় আমি তাই পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয় সমাজকে রণসাজে সজ্জিত করার সিদ্ধান্ত করেছি। কিন্তু আমি জানি যে, যথাসময়ে আমি যদি ভারতে আপনার এবং অন্যান্য নেতার সমর্থন না পাই, তবে আমার প্রচেষ্টা সফল হবে না। স্মরণ রাখবেন, আমাকে সমর্থন করে আপনি কোন ব্যক্তিবিশেষকে সমর্থন করছেন না, সমর্থন করছেন স্বাধীনতার উদ্দেশ্যকে—যা আপনাদের কাছে চিরপ্রিয়। এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত দেখার জন্যেই আপনারা বেঁচে রয়েছেন। এই শেষ মুক্তি-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে দেবেন কি? —এখন যখন বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ার এই যুদ্ধ আরম্ভের পর বহু-প্রতীক্ষিত সুযোগ আমাদের প্রায় করায়ত্ত হয়ে এসেছে?

মালয় ব্রহ্ম এবং বোর্নিওয় বৃটিশ-শক্তি যে সব দুর্বিপাক ভোগ করেছে, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের পতন সুনিশ্চিত। এ অবস্থায় বৃটেন ভারতকে সব রকম লোভ দেখাতে পারে—মায় স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব পর্যন্ত করতে পারে। যে যুদ্ধে ভারতের কিছুই করবার নেই, সেই যুদ্ধে ভারতকে জড়িয়ে ফেলার প্রতিদান স্বরূপ স্বাধীনতাও গ্রহণ করবেন না। কেন না, যে যুদ্ধে বৃটেনের পরাজয় সুনিশ্চিত, সে যুদ্ধে তার পক্ষ হয়ে লড়াই করলে, সামরিক পরাজয়ের থেকে যেসব দুর্ভোগ আসে তার সবই ভারতকে ভোগ করতে হবে।

তার উপর, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের সাধারণ সাদৃশ্য নেই কিছুই। জাপানের সঙ্গে কিন্তু ভারত সাংস্কৃতিক দিক থেকে এক। কাজেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের পক্ষাবলম্বন করে লাভ কি? যে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ ভারতের বর্তমান দুর্দশার জন্যে দায়ী, তাকে ধ্বংস করাই কি উচিত নয়? হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্যের কথাও দয়া করে উপেক্ষা করবেন না; স্বদেশপ্রেম এবং বৃটিশদের বিরুদ্ধে ঘৃণাই এদের স্বেচ্ছায় জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এরা আজ স্বাধীনতার সৈনিক হবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। এদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে জানাচ্ছি, স্বদেশে আপনার এবং অন্যান্য ভারতীয় নেতার মনোভাবের উপর এদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল!

আপনি কি তাদের প্রদত্ত সেবা গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে বিজয়ের পথে এগিয়ে যাবেন না? আমার অন্য কোন প্রকার অনুরোধ নেই। ঈশ্বর যেন আপনার প্রকৃত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের শক্তি ও পথ নির্দেশ করেন। বন্দে মাতরম্!

টোকিও, ২১-৩-৪২



মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে

শ্রদ্ধেয় মৌলানা সাহেব,

আজ সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের ধারা একটা যুগান্তকারী পরিবর্তনের সম্মুখীন এবং তার ফলে আমাদের জাতির ভাগ্য

তৌলযন্ত্রে দোদুল্যমান বলে মনে হওয়ায় আমি, রাসবিহারী বসু, পরম শ্রদ্ধা ও প্রত্যাশা নিয়ে আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

আপনার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধের সহজ কারণ এই যে আপনার মধ্যে স্বদেশ-প্রেম, উদ্দেশ্যের অকৃত্রিমতা, চরিত্রের পবিত্রতা ও ভগবদ্‌ভক্তি একত্রীভূত হয়ে অবস্থান করছে। আপনি হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়েরই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাই আমিও আশা-ভরসা নিয়ে আপনার দিকে তাকাচ্ছি—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

আমাদের দেশ এখন যে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন, তার ধরন ও পরিমাণই আমাকে আপনার কাছে আবেদন জানতে বাধ্য করছে। ভারত আজ বিষম সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে আছে দু'টি পথ—একটি পথের গতি চিরন্তন স্বাধীনতা ও গৌরবের দিকে। এ সময়ে ভারত যদি ইংল্যাণ্ডকে সমর্থন করে কিংবা কোন প্রকারে তার সহযোগিতা করে, তবে ইংল্যাণ্ড এ যুদ্ধে পরাজিতই হোক কিংবা জয়লাভই করুক, তার পরিণতি হবে ভারতের চিরদাসত্ব। যদি ইংল্যাণ্ড জেতে, তবে ভারতকে স্বাধীনতা না দিয়ে ভারতে সে আরও দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে বসবে। সে যদি হারে, তবে তার শত্রুরা ভারতের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের মতোই—হয়তো বা তারও চেয়ে খারাপ ব্যবহার করবে। তা ছাড়া, আশি বৎসরের অধিককাল

স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যদি আপনারা—ভারতীয় নেতারা চরম-বিজয়ের সম্মুখে এসে সংগ্রাম ত্যাগ করেন, তবে আপনারা যে শুধু ভারতের বর্তমান জনগণের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করবেন—তা নয়, আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করবেন সেই সব অজস্র শহীদের প্রতি যাঁরা পবিত্র উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। কাজেই, শ্রদ্ধেয় মৌলানা সাহেব, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সমাপ্তি গৌরব কিংবা অগৌরবের মধ্যে হবে—তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনার এবং আপনার সহকর্মীদের সিদ্ধান্তের উপর। যদি আপনারা মনে করেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিসমাপ্তি গৌরবের মধ্যে হওয়া উচিত তবে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা না করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোই একমাত্র পন্থা।

অন্য কোন অবস্থায় আমি এ আবেদন জানানোর সাহস পেতাম না। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের কূট-কৌশল জানি বলে এবং যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য-লাভের প্রত্যাশায় আপনাদের প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে ভারতের প্রতি তথাকথিত সহানুভূতিসম্পন্ন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সকে ইংল্যাণ্ড ভারতে পাঠিয়েছে বলেই আমি আপনার অসন্তুষ্টি উৎপাদনের ঝুঁকি নিয়েও আমার অভিমত প্রকাশের সিদ্ধান্ত করেছি। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সের হৃদয়ে ভারতের প্রতি সহানুভূতি থাকতে পারে। কিন্তু তিনি ভারতে

ব্যক্তি হিসাবে আসেন নি—এসেছেন বৃটিশ মন্ত্রি-মণ্ডলের প্রতিনিধিরূপে। ইংল্যাণ্ডে যে আমলাতান্ত্রিক গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত তার অধীনে কোন ব্যক্তি কোন একটি বিষয়ের প্রতি যতই সাধু মনোভাবসম্পন্ন এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হোন না কেন, সেই মনোভাব ও বিশ্বাস অনুযায়ী ন্যায়-বিচার করার ক্ষমতা তাঁর নেই। ধরে নিলাম, ব্যক্তিগতভাবে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্স ভারতকে স্বাধীন দেখতে চান, কিন্তু তাঁর ক্যাবিনেটের অন্যান্য সহকর্মী এবং বৃটিশ-পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের সদস্যদের মতামতের তোয়াক্কা না রেখে তিনি কি ভারতকে স্বাধীনতা দিতে পারেন? এ কথা পুরোপুরি ভালভাবে জেনেও কেন তাঁর সঙ্গে বৃথা আলাপ-আলোচনায় আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন? পনের বৎসর পূর্বে যেমন ভাবে সাইমন কমিশনের অভ্যর্থনা করেছিলেন, তাঁরও অভ্যর্থনা তেমনই ভাবে করুন।

এখনই আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করুন না কেন। এবার এ আন্দোলনকে সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিন। কিংবা এ সব যদি অসম্ভব হয়, তবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে নিজেদের সংকল্পে অটুট থাকুন। আমরা যারা এ অঞ্চল থেকে ভারত-সীমান্তে এবং ভারতে বৃটিশ-শক্তির ধ্বংস করার জন্যে প্রাণপণ প্রয়াসে পরিকল্পনা করছি—এতেও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য হবে।

কিন্তু দয়া করে কোন অবস্থাতেই বৃটিশের পক্ষ নেবেন না,

রণক্ষেত্রে স্বদেশবাসীদের মুখোমুখি দাঁড়াবেন না। যারা ভারতকে ভারতীয়দের জন্যে জয় করবার আদর্শে একান্তভাবে উদ্বুদ্ধ, কোনক্রমে তাদের রক্তপাত করবেন না।

জাপান পুরোপুরি আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা জানে। তার প্রধান-মন্ত্রী জেনারেল তোজোর মারফৎ সে ঘোষণা করেছে, ভারতীয়দের আত্ম-প্রতিষ্ঠ হবার প্রচেষ্টায় সে যে কোন সাহায্য-দানে প্রস্তুত। আপনারা যদি শুধু ইংল্যাণ্ডের পক্ষ না নেন এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় তাকে সাহায্য না করেন, তবে আমি আপনাদের বলতে পারি যে জাপানও তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।

শ্রদ্ধেয় মৌলানা সাহেব, আমি পুনরায় আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি—ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজবাদী যুদ্ধে কোনক্রমে অংশ-গ্রহণ করবেন না—এই অপরিবর্তনীয় নীতি আপনারা আঁকড়ে থাকুন। সেই সঙ্গে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, দেশকে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার পথে নিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট শক্তি যেন তিনি আপনাকে দেন। বন্দে মাতরম্!

টোকিও, ২৪-৩-৪২



শ্রীরাজাগোপালাচারিকে

মাননীয় চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি,

ভগবান কৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতায় বলেছেন: "যার মধ্যে শক্তি, গৌরব কিংবা দ্যুতি আছে, তারই পেছনে আছে ঐশ্বরিক গুণ।" আর ঐশ্বরিক গুণ যেখানে দেখা যায়, সেখানেই ন্যায়সঙ্গত শ্রদ্ধা অর্পণ করতে হবে। তদনুসারে বর্তমানে পূর্ব-এশিয়ার বাসিন্দা সমগ্র ভারতীয় সমাজের পক্ষ থেকে আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আপনার রাজনৈতিক জীবন অনুধাবন করে আমি আপনাকে তাঁদেরই অন্যতম বলে বিবেচনা করি যাঁরা বিশ্বস্তভাবে 'নিষ্কাম কর্মের' নীতি অনুসরণ করেন এবং সাধু উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁদের আনুরক্তি অন্যের আদর্শ রূপে স্থাপন করা চলে। তা ছাড়া'

আপনার মধ্যে যে উচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধি-সম্পদ্ আছে, তার প্রভাব সহজে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। আপনাকে নেতা রূপে পেয়ে আমি গর্বিত। এই জন্যই আপনার বিবেচনার জন্য আমি আজ এই যুক্তিগুলো উত্থাপন করছি।

শ্রদ্ধেয় রাজাজী, সময় বিশেষরূপ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। গতকালও যাকে প্রায়-অসম্ভব বলে মনে হত, আজ তা-ই ঘটতে দেখা যাচ্ছে। বিগতকালের গর্বিত উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ড আজ আর বর্তমান নেই। এই সেদিনও যে ঔদ্ধত্য ও গর্ব নিয়ে সে দুর্বল অ-শ্বেত জাতিপুঞ্জের স্বার্থ বিদলিত করত, সে ঔদ্ধত্য ও গর্ব তার চুরমার হয়ে গেছে বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর পরাজয়ে। প্রতি পরবর্তী পরাজয়ই পূর্ববর্তী পরাজয়ের চেয়ে অধিকতর ভয়ানক হয়েছে। সৌভাগ্যের দিনে যে সব কারণ তার গৌরবের হেতু হয়ে ছিল, আজ গৌরব-রবি অস্তমিত হবার সময় সেই সব কারণই তার পতন আসন্ন করে তুলেছে। গত বিশ্ব-যুদ্ধে জাপানের সহযোগিতায় সে ভারতের জাতীয় আশাকে দমন করতে পেরেছিল। কিন্তু আজ সেই জাপানই ভয়াবহ শত্রুরূপে তার সম্মুখীন। এটা ভারতীয়দের পক্ষে সৌভাগ্য আর ইংল্যাণ্ডের পক্ষে পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই সেদিন পর্যন্ত সে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে দুর্বল জাতিগুলোর স্বাধীনতা হরণ করে বিরাট সাম্রাজ্য সৃষ্টি কয়তে পেরেছিল, তার কারণ—আদেশ পাওয়া মাত্র ভারতীয় সৈন্যেরা নিজেদের কামানের খাদ্যরূপে

এগিয়ে দিত ; সে তাদের এই মনোবৃত্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারত। কিন্তু আজ কংগ্রেসের প্রভাবে ভারতীয় সৈন্য জাতীয়তা-সচেতন হয়ে উঠেছে এবং তারা অবিশ্বাস্য রকম বেশী সংখ্যায় নিজ দেশের স্বাধীনতা-লাভের জন্য এগিয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে। এই ধরণের সৈন্য—যারা বৃটিশ-পক্ষ ত্যাগ করে এসেছে এবং বর্তমানে রণাঙ্গণে তাদের ভূতপূর্ব প্রভুদের সম্মুখীন হবার জন্যে আদেশের প্রতীক্ষা করছে, তাদের সংখ্যা আজ লক্ষ লক্ষ। অতি বিলম্বে এই সমস্ত চোখ খুলে দেখে ইংল্যাণ্ড বুঝতে পেরেছে যে এ পর্যন্ত ভারতীয় সমস্যাকে সে ঠিকমতো সমাধানের চেষ্টা করে নি। ভারতে স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস্‌কে পাঠানোর পিছনে আছে তার এই নূতন উপলব্ধি। বাজারে গুজব যে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতের জন্যে স্বাধীনতা হাতের মুঠোয় করে এনেছেন—একমাত্র সর্ত এই, ভারতকে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে জাপানী অভিযানের দায়িত্ব বহন করতে হবে। যে ইংল্যাণ্ড এ পর্যন্ত স্বাধীনতা না দিয়ে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি অন্যায় করে এসেছে, সে আজ এমন স্বাধীনতা দিতে যাচ্ছে যা ভারতকে জাপানের বিরুদ্ধে ব্যর্থ যুদ্ধে বিজড়িত করবে। ভারতের পক্ষে জাপানের শত্রু হবার কোনই কারণ নেই। ইংল্যাণ্ড এই ভাবে ভারতের প্রতি আরও বেশী নির্দয় আচরণ করতে যাচ্ছে।

ভারত যদি বৃটেনের পক্ষ নিয়ে রণাঙ্গণে যায় তবে তার ফলে ভারতের কি বিপদ হবে, সে বিষয়ে আপনার স্পষ্ট ধারণা আছে

—এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আক্রমণের পিছনে পিছনে যে বিপদ আসবে তা ছাড়াও ভারত জাপানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক শত্রুতার বীজ বপন করবে। এর ফলে সমগ্রভাবে এশিয়ার মুক্তি-চেষ্টাতেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। আমার এ কথা বলার কারণ—আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে জাপানের সঙ্গে ভারতের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং তাদের মধ্যে সহযোগিতা নব-প্রাচ্যের চিন্তা, দর্শন এবং বিজ্ঞানের জন্মের প্রাথমিক সর্ত বিশেষ।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ভারতকে বহু অপ্রীতিকর জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু আপনার ও আপনার সহকর্মীদের উপর আমার বিশ্বাস আছে; কাজেই আপনাদের অনুরোধ করি কাল্পনিক আদর্শবাদের দ্বারা নিজেদের দূরদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন হতে দেবেন না ও আপনাদের বর্ত্তমান বিপজ্জনক যাত্রা-পথে আন্তর্জাতিক জটিলতা বাদ দিয়ে স্বাধীনতাকেই একমাত্র ধ্রুবতারা মনে করে তদনুযায়ী চলবেন।

কোন প্রকার জটিলতা-বিহীন পূর্ণ স্বাধীনতা পাবার একমাত্র পথ হচ্ছে, অবিলম্বে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করা। কারণ এইটাই হচ্ছে একমাত্র উপায় যা সর্বপ্রকার আন্তর্জাতিক জটিলতা বাদ দিয়ে চলতে পারবে। আর এবার আমি ভরসা দিতে পারি যে আপনাদের আন্দোলন কিছুতেই ব্যর্থ হবে না। বর্তমানে পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যে বিরাট

ভারতীয় সমাজ বাস করছে, আপনাদের সংরক্ষিত বাহিনী বলে তাদের মনে করবেন। আমাদের বিশ্বাস করুন ; আমরা ভরসা দিচ্ছি যে ভারতে বৃটিশ-শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে জাতীয় স্বাধীনতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা সম্ভাব্য সকল উপায়ে আপনাদের আন্দোলন সমর্থন করার কর্তব্য বিস্মৃত হব না। বন্দে মাতরম্ !

টোকিও, ২৭-৩-৪২



সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি

মাননীয় সর্দারজী,

যে সব ভারতীয় নেতা এতকাল ভারতের স্বাধীনতার জন্যে নিজেদের দেহ-মন নিয়োগ করেছেন ও এখনও করছেন এবং যাঁদের সুনিপুণ হাতে ভারতীয় জাতির ভবিষ্যৎ ন্যস্ত, তাঁদের প্রতি আমার যথাযোগ্য শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের নীতি অনুযায়ী আমি, রাসবিহারী বসু, পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের নামে আপনার উদ্দেশ্যে মাথা নত করে নমস্কার জানাই। আপনাকে নমস্কার করে আমি যে নির্ভুল রাজনৈতিক জ্ঞান, প্রচুর সংগঠন-শক্তি এবং বিপ্লবী চিন্তাপদ্ধতির অপূর্ব সংমিশ্রণের কাছে মাথা নত করছি—সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

বিপ্লবীর আহ্বান

অতীতে আপনি যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন যে আপনি নিজের মধ্যে উল্লিখিত গুণগুলোর বিস্ময়কর সমাবেশ করতে পেরেছেন। আজ সময় অতি সঙ্কটপূর্ণ বলে এবং আমাদের জাতি ইতিহাসের একটা চরম সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে বলে, আপনাকে যথাসাধ্য ঐসব গুণ কাজে লাগানোর জন্যে ঐকান্তিক আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা প্রত্যেকেই জানি এবং বুঝি যে ভারতের জাতীয় আদর্শ পরিপূরণের পথে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। কিন্তু মনে হয়, আমাদের মধ্যে অনেকেই বুঝতে পারছেন না যে, জাতীয় আদর্শ পরিপূরণ কল্পে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্যে ভারতকে বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ার যুদ্ধের বর্তমান সুযোগ পূর্ণত গ্রহণ করতে হবে। আমার বিশ্বাস, আপনি এবং আপনার সহকর্মীরা আমি না বললেও এ সত্য বুঝতে পেরেছেন।

মনে করুন, ইংল্যাণ্ড দেশরক্ষার দপ্তর ভারতীয়দের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তা হলে কি ভারত ইংল্যাণ্ডের পক্ষ নিয়ে তার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে? যদি সে তা করে, তবে এর ফলে সে চাটুর উপর থেকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যেই লাফিয়ে পড়বে মাত্র। ইংল্যাণ্ডের এ যুদ্ধে জয়ী হবার কোনই সম্ভাবনা নেই; আর যদি ইংল্যাণ্ড হারে, ভারতের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামের কলঙ্কজনক পরিসমাপ্তি হয়ে যাবে।

জাপান ও তার মিত্রদের ভারতের প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই। কিন্তু ইংল্যাণ্ড তাদের কাছে মাথা নত না করা পর্যন্ত তাদের ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই হবে। ভারত যদি ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ-পরিকল্পনার ফাঁদে পা দেয়, তবে সামরিক প্রয়োজনের সহজ সূত্র অনুযায়ী ভারতের প্রতি তাদের সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও তারা ভারত আক্রমণ না করে পারবে না। কাজেই ভারতকে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদের জন্যেই আন্দোলন আরম্ভ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমি আপনাদের ভরসা দিতে পারি, জাপান ও তার মিত্রদের কাছ থেকে ভারত ভিন্ন আচরণ পাবে। প্রথমত, তারা মিত্রজাতি হিসাবেই ভারতের দিকে তাকাবে। দ্বিতীয়ত, তারা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারবে, যাতে বিদেশ-প্রবাসী বহুসংখ্যক ভারতীয় আমরা আপনাদের পূর্ণ ও নিঃসর্ত স্বাধীনতা-লাভের প্রচেষ্টায় পূর্ণতম নৈতিক ও বাস্তব সমর্থন দিতে পারব। এর অর্থ এই যে, ভারতে বৃটিশের শক্তি ও প্রভাব ধ্বংসের জন্যে ভারতীয়দের যে কোন পন্থা অবলম্বনের স্বাধীনতা তারা দেবে, এবং ভারত আক্রমণ করার পরিবর্তে তারা তাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এরূপ সাহায্যই করবে যা ভারতীয়দের অভাব-পূরণের জন্যে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে।

বর্তমানে পূর্ব-এশিয়ার বিরাট ভারতীয় জনসমাজে একটা মহাজাগরণের সাড়া পড়েছে। এবারের অবস্থা গত বিশ্বযুদ্ধ-

কালীন অবস্থার মতো নয়। শুধু যে বিরাট বৃটিশ-সাম্রাজ্য দ্রুত খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে, তাই নয়—সামরিক বেসামারিক নির্বিশেষে ভারতীয়দের হৃদয়ে আজ ইংল্যাণ্ডের কোনই স্থান নেই ; তারা সবাই বুঝতে পেরেছে, সাম্রাজ্যবাদকে মারাত্মক আঘাত হানার ও ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডের শাসন উচ্ছেদ করার বহু-প্রতীক্ষিত সুযোগ হাতের কাছে এসেছে। কাজেই জাপানের সহযোগিতায় তাদের জাতীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে তাদের ক্ষমতাসাধ্য সকল ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছে। তাদের এই সিদ্ধান্তে আপনারা আজ নূতন বর্ধিত শক্তি লাভ করেছেন।

এখন আপনাদের পক্ষে এবং আমাদের প্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষে শেষ চূড়ান্ত চেষ্টার সময় এসেছে। আমাদের জাতীয় জন্মস্বত্ব অর্থাৎ অবিলম্বে পরিপূর্ণ ও নিঃসর্ত স্বাধীনতা নির্ভুল ভাবে ঘোষণা করার এই হল প্রকৃষ্ট সময়। আপনারা এখন সে উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে প্রথম কি বাস্তব উপায় অবলম্বন করবেন, তাই দেখবার জন্যে পৃথিবীর সকল দেশের ভারতীয়দের চোখ ও মন পড়ে রয়েছে। দয়া করে আমাদের শুধু সঙ্কেত করবেন—তা হলেই দেখবেন আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আপনাদের সাহায্য করতে ছুটে যাব। বন্দে মাতরম্!

টোকিও, ৩-৪-২২

ভারতীয় জাতি ও নেতৃবৃন্দের প্রতি

কিছুকাল ধরে আমি আপনাদের কাছে বিশ্ব-পরিস্থিতির হিসাব-নিকাশ করে স্বাধীনতার জন্যে উপযুক্ত আঘাত করার আবেদন জানাচ্ছি। আপনাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই। আপনাদের উপর ও আপনাদের খাঁটি বিচার-বুদ্ধির উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে! কিন্তু সম্প্রতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সের ভারত-আগমন প্রসঙ্গে সংশয় ও উদ্বেগের মেঘ আমার হৃদয় ছেয়ে ফেলছে। প্রথম থেকেই তাঁর ভারত-আগমনের পিছনে দুরভিসন্ধিপূর্ণ ষড়যন্ত্র ছাড়া আমি আর কিছু দেখতে পাই নি। প্রতিদিন বিভিন্ন ভারতীয়-নেতার সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনার ধারা দেখে আমি বলতে পারি যে আমার মনের সহজ প্রবৃত্তি আমাকে প্রতারিত করে নি। ইংল্যাণ্ড ভারতকে এইভাবে নিজের সঙ্গে বেঁধে যুদ্ধে নামানোর জন্যে সুকৌশলে তৈরী ফাঁদ পাতছে। ভারত সে ফাঁদে পা দেবে কিনা—তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনাদের উপর। কাজেই আপনাদের স্কন্ধে অভাবিতপূর্ব দায়িত্ব এসেছে। যথোচিত বিবেচনার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালনের জন্যে আমি আপনাদের অনুনয় করছি।

আপনাদের বিবেচনার জন্যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। প্রথমত, বর্তমান যুদ্ধের প্রকৃতি সম্বন্ধে আপনাদের মনে যদি কোন সংশয় থাকে, তবে আমি তা দূর করার অনুরোধ

জানাই। জাপান এবং তার মিত্ররা বর্তমান যুদ্ধ পরিচালনা করছে মানবতার সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে—অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে যখন বিশ্ব-মানবতার শত্রু বলি তখন তাতে প্রমাণের দরকার হয় না। গত দেড়শত বছরের পৃথিবীর ইতিহাস খুললে আমার উক্তির সত্যতার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই সেদিন পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড কার্যত সারা পৃথিবী শাসন করে এসেছে—মিথ্যাচার ও ভীতি-প্রদর্শনের দ্বারা। এ যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের ভূমিকা হচ্ছে অন্যায়কারীর—অন্যায়কারী শীঘ্রই স্থানচ্যুত হবে। বৃটেন অতীতে অনেক যুদ্ধ করেছে, তাদের পিছনে অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায় ছিল না। এ যুদ্ধেও ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ন্যায় নেই। কাজেই বৃটেনের পক্ষ হয়ে লড়াই করা মানে অন্যায়ের পক্ষ হয়ে লড়াই করা। একথা জেনেও কি ভারত বৃটেনের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে? ভারত কি অন্যায়-অত্যাচারের পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে স্বীকৃত হবে?

পরবর্তী বিষয় হচ্ছে—যুদ্ধের শেষ ফল সম্বন্ধে যদি আপনাদের মনে কোন সন্দেহ থাকে, তবে তা দূর করা। এ যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ভয়ঙ্করভাবে পর্যুদস্ত হবে। তার মাথার উপর নিয়তির খড়্গ ঝুলছে; সেই উদ্যত খড়্গ থেকে কোন জাতির কোন সাহায্যই তাহাকে বাঁচাতে পারবে না। ইংল্যাণ্ড বর্তমান যুদ্ধে পরাজিত হোক এবং বিশ্বের ইতিহাসে নতুন যুগের

সূত্রপাত হোক, এ হল ভগবানের ইচ্ছা। যে সুদীর্ঘ অন্যায়-শাসনের অধীনে সমগ্র পৃথিবী আর্তনাদ করছে—তার অবসান হতেই হবে। আমি উপমা-অলঙ্কার নিয়ে খেলা করতে চাই না। ইংল্যাণ্ডের চূড়ান্ত পরাজয়ের লক্ষণ ইতি-পূর্বেই দিগন্তে দেখা দিয়েছে। স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে—এশিয়া ও ইউরোপে সামরিক শক্তির যে নমুনা ইংল্যাণ্ড দিচ্ছে, তার থেকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা যায় একদা ইংল্যাণ্ডের যে সামরিক শক্তি ছিল, আজ তা নেই।

বর্তমান যুদ্ধে তার কৃতিত্ব সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা ভাল বর্ণনা দেওয়া যায় এই বলে : "একটি যুদ্ধেও বৃটিশ জয়লাভ করে নি ; সব ক'টিতেই পরাজিত হয়েছে।" এই সব পরাজয়ের মোটামুটি একমাত্র অর্থ এই, অতীতে মানবতার বিরুদ্ধে সে যে-সব পাপকার্য করেছে এখন সে তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছে। কাজেই বর্তমান যুদ্ধের চূড়ান্ত ফল সুস্পষ্ট। এ যুদ্ধ শেষ হবে ইংল্যাণ্ডের পরাজয়ে ; তার বিশ্বসাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই এখন যদি সে কোন প্রতিশ্রুতি দেয়, তার কোনই মূল্য নেই। তার সঙ্গে আলোচনা করে সময় নষ্ট করছেন কেন ? সরাসরি আলাপ-অলোচনা বন্ধ করে দিন। একজন মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি-রক্ষার উপর আপনারা নির্ভর করতে পারেন না। আজ ইংল্যাণ্ড মুমূর্ষু ব্যক্তিরই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। দয়া করে এই কথা হৃদয়ঙ্গম করে তদনুযায়ী আপনাদের সিদ্ধান্ত করবেন।

তৃতীয় যে বিষয়টা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই সেটা এই যে, জাপান ও তার মিত্ররা ভারতের মঙ্গল-কামনা করে। তাদের সে সদিচ্ছা টিঁকে থাকবে কিনা সেটা নির্ভর করে আপনাদের সিদ্ধান্তের উপর। আপনারা যদি ইংল্যাণ্ডের পক্ষাবলম্বনের সিদ্ধান্ত করেন, তবে তার অর্থ হবে এই যে আপনারা এখনও জাপান ও তার মিত্রদের চেয়ে ইংল্যাণ্ডের সদিচ্ছার বেশি মূল্য দেন। অন্য কথায় বলতে গেলে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনারা জাপানকে শত্রু করে তুলতে ইচ্ছুক। তখন যা কিছু ঘটবে, তার জন্য দোষী হতে হবে আপনাদের। প্রভু বদল করে দাসত্বের কাল-বৃদ্ধি করা কিংবা ইংল্যাণ্ডের শত্রুদের মিত্র রূপে গ্রহণ করে স্বাধীনতা পাওয়া আপনাদের বিবেচনা ও কর্তব্যসাধনের উপর নির্ভর করেছে। আর নষ্ট করার মতো সময় নেই। জাপান সোদ্বেগে আপনাদের সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা করছে—তা সে তার অনুকূলেই হোক আর প্রতিকূলেই হোক। সময় নষ্ট করে জাপান আর ইংল্যাণ্ডকে ভারতে তার সামরিক অবস্থা দৃঢ়তর করার সুযোগ দিতে পারে না। তবু সে হাত গুটিয়ে আপনাদেরই সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় বসে আছে। কেন না হঠকারিতা করে অহেতুক সে আপনাদের শত্রু করে তুলতে চায় না।

কাজেই আপনাদের সম্মুখের পরিস্থিতি বড় গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা একটা ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে আপনাদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বিশ্বাস যেন বাধা সৃষ্টি করে না দাঁড়ায়—এই আমার অনুরোধ। ভারতীয় জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধিই যেন আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ নির্দেশ করে। দয়া করে জাপানের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধে যোগ দিয়ে অহেতুক ভারতকে আবার কিছু-কালের জন্যে দাসত্ব ও দুর্দশার পঙ্কে ডোবানোর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না। বন্দে মাতরম্!

টোকিও, ৩-৮-৪২

ভারতের নেতৃবৃন্দের প্রতি

আবার আমি, রাসবিহারী বসু, পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের নামে আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। শেষ পাশা না ফেলা পর্যন্ত আমাকে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করতেই হবে, পুনঃ পুনঃ আবেদন জানাতেই হবে।

আমি প্রতিদিন স্যার স্ট্যাফোর্ডের ভারত-পরিভ্রমণ ঘটনার বিবর্তন সোদ্বেগে লক্ষ্য করছি। এ পর্যন্ত আমার আশ্বস্ত হবার কারণ ঘটে নি—এ কথা স্বীকার করতেই হবে। ভারতের প্রতি বন্ধুত্ব-ভাবাপন্ন দেশ থেকে যে সব রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে মনে হয় যে স্যার স্টাফোর্ড গোড়ায় যে সব পরিকল্পনা করে এসেছিলেন, তার সব ক'টিতে তিনি সাফল্য অর্জন করেন

নি। তবু এর মধ্য থেকে এ কথাও বোঝা যায়, এ পর্যন্ত তাঁর পরিপূর্ণ হতাশারও কারণ ঘটে নি। আর এই জন্যেই আমি যতই নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করি না কেন যে উদ্বেগের কারণ নেই, তবু আমি উদ্বেগ অনুভব করছি।

আমার মনে হয়, আপনারা সবাই এখনও বর্তমান যুদ্ধের শেষ ফলাফল সম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্ত করতে পারেন নি। আপনাদের মনের কোন কোণে বিশ্বাস আছে যে যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় যাই ঘটুক না কেন, ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা শেষ পর্যন্ত নিজেদের বিরাট সম্পদের জোরে বিজয়ী হবে। স্বাভাবিক ভাবেই আপনারা মনে করেন, বৃটেনের ও আমেরিকার মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যে কর্তৃত্ব ছিল, তা এখনও আছে। আর হয়তো এই ধারণা থেকেই আপনারা মনে করেন যে যদি দেশরক্ষা-দপ্তর ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে ইঙ্গ-মার্কিন সম্মিলিত রক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে অনুকূলই হবে।

সম্প্রতি কয়েক মাসের মধ্যে ভারতের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে যা কিছু ঘটে গেছে, তা সব আপনারা সঠিক জানেন কিনা—আমি জানি না। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস, নিরপেক্ষ দেশ থেকে সংবাদ পাবার সুবিধা না থাকায় পূর্ব-এশিয়ায় বৃটেন ও তার মিত্র শক্তিদের ভাগ্যে যে দুর্দশা ঘটেছে, সে সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ চেপে রাখায় বৃটিশ প্রচার-কার্য সফল হয়েছে। যুদ্ধের একেবারে

গোড়াতেই কতকগুলি চমৎকার সমর-কৌশল ও বেপরোয়া বীরত্বের সাহায্যে জাপান পূর্ব-এশিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক ও নৌশক্তির প্রধান স্তম্ভ ভেঙে দিয়েছে। ৮ই ডিসেম্বর যুদ্ধারম্ভের পর চার মাস চলে গেছে। কিন্তু নৌশক্তির একটি পরীক্ষাতেও অ্যাংলো-স্যাক্সনদের ভাগ্যে বিজয়লাভ ঘটে নি। কোন একটা সংঘর্ষেও ইংল্যাণ্ড এবং তার মিত্রপক্ষীয়রা বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে নি। জাপানীরা স্পষ্টত কোন চেষ্টা না করেই "প্রিন্স অব ওয়েলস" ও "রিপালসের" মতো প্রসিদ্ধ অজেয় রণতরীকে সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত করেছে। স্থল-যুদ্ধেও সেই একই কথা। এ পর্যন্ত এমন একটি যুদ্ধও হয় নি যে যুদ্ধে জাপানীরা বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে নি।

আমি যা বলছি তার সমস্ত কিছু আপনারা বিশ্বাস না করতে পারেন। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও এ কথা সত্য যে মালয়ে বৃটিশ-শক্তি এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ওলান্দাজ-শক্তি যদি অক্ষুণ্ণ থাকত, তবে ভারত-মহাসাগরে জাপানী নৌ ও বিমান-শক্তি কাজ করতে পারত না। বহু-প্রচারিত বৃটিশ নৌঘাঁটি সিঙ্গাপুর যদি বৃটিশের হাতে থাকত এবং সুমাত্রা যদি ওলান্দাজের হাতে থাকত তবে জাপানীরা কখন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করতে পারত না। ভারত-মহাসাগরের উত্তাল উর্মি-শিখরে ইউনিয়ন-জ্যাক যদি উড্ডীন থাকত তবে জাপানী নৌ-শক্তি কলম্বোয় গোলা-বর্ষণ করে আসতে পারত না।

আমি যা বলতে চাই, তা অতিশয় স্পষ্ট। বাইরে থেকে ভারতরক্ষার জন্যে বৃটেন বহুলাংশে নির্ভর করে তার নৌ-শক্তির উপর। প্রাচ্যে তার নৌ-শক্তির কেন্দ্ররূপে সে নির্বাচিত করেছিল সিঙ্গাপুরকে। কাজেই বৃটেনের কাছে সিঙ্গাপুর-রক্ষা ভারত রক্ষারই সমার্থ-বোধক হয়েছিল। আজ প্রাচ্যে নৌশক্তি বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গাপুর হারিয়ে বৃটেনের ভারতরক্ষা করার ক্ষমতা কমে গেছে। কিন্তু নিকট-ভবিষ্যতে বৃটেন তার সামরিক ও নৌ-শক্তির পুনঃ-প্রতিষ্ঠা এবং হারানো অঞ্চলগুলির পুনরুদ্ধার করতে পারবে কি? অন্য কথায় বলতে গেলে, বৃটেনের এখনও এ যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা আছে কি? আধুনিক যুদ্ধ সাফল্যের সঙ্গে চালানোর পক্ষে অতি-প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎস জাপানের অধিকৃত নয় বলে আপনারা হয়তো বলবেন "হ্যাঁ নিশ্চয়ই।" এটা স্বাভাবিক যে একদিন না একদিন জাপানের জমানো কাঁচামাল শেষ হয়ে যাবে এবং কোন দেশের কাছ থেকে কিনে নেবার কোন উপায় থাকবে না বলে শেষ পর্যন্ত তাকে শান্তির জন্যে আবেদন জানাতে হবে। কিন্তু অপেনাদের স্মরণ রাখা উচিত, জাপানের কাছে মালয় ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হারিয়ে ইংল্যাণ্ড ও তার মিত্রদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে—বিশেষ করে টিন, রবার প্রভৃতি কাঁচামালের ব্যাপারে। এই সব হারিয়ে ইংল্যাণ্ড ও তার মিত্ররা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে, আর জাপানও এই সব পেয়ে সবল হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, এই সব অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন

করতে পেরে জাপান তৈল চিনি প্রভৃতি আরও অনেক প্রয়োজনীয় মাল পাবার সুযোগ পেয়েছে—যে সব জিনিষের জন্যে এ পর্যন্ত তাকে তার ইংল্যাণ্ড প্রভৃতির উপরই নির্ভর করতে হত। পূর্বে ইংল্যাণ্ড ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে যে-সব জিনিষ আমদানি করত, ইতিপূর্বেই তার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। আজ সে পূর্ব-এশিয়ারও সব সরবরাহকেন্দ্র হারিয়েছে। ইংল্যাণ্ড তার অস্তিত্বের জন্যে বিদেশ থেকে আমদানির উপর নির্ভরশীল—একথা ভালভাবে জেনেও আপনারা কি বলতে চান যে বর্তমান যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড জয়লাভ করবে?

আপনাদের সুবিধার জন্যে আমি পরিস্থিতিটা অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছি। দেশরক্ষা-সচিবের পদ যদি ভারতবাসীকে দেওয়া হয়, তবু বর্তমান যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বৃটেন জিতবে—মাত্র এই ধারণার উপর নির্ভর করে, আপনারা দয়া করে সম্মিলিত ভাবে ভারত-রক্ষার যে প্রস্তাব বৃটিশরা দিয়েছে তা গ্রহণ করবেন না। কারণ, সে এ যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না। বন্দে মাতরম্!

টোকিও, ৯-৪-৪২

ভারতীয় নেতৃত্বের প্রতি

বৃটেন এবং তার দূত ক্রীপ্‌সের সঙ্গে আলোচনা নাকচ করে দেবার শেষ-সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের পক্ষ থেকে আমি, রাসবিহারী বসু, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

এ কাজ করার জন্যে বিশ্বের চোখে আপনাদের মর্যাদা যথেষ্ট বেড়ে গেছে। যে যুদ্ধে ভারতের কিছুই করবার নেই, সেই যুদ্ধের সঙ্গে ভারতকে জড়ানোর জন্য বৃটিশরা কুচক্র করেছে, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সের ভারত-পরিদর্শন ছিল তারই অঙ্গ বিশেষ। বৃটিশ-রচিত পরিকল্পনাটি এত সূক্ষ্ম ও সুনিপুণভাবে রচিত ছিল যে সমগ্র বিশ্ব—বিশেষ করে আমরা প্রবাসী ভারতীয়রা ভারতের ভাগ্য সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম। ভারতীয় নেতৃত্বকে যেন বিশ্ব-জনমতের সম্মুখে কঠিনতম পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল। আপনাদের সে পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে দেখা সকলের পক্ষেই প্রীতিপ্রদ হয়েছে। ভারতের ভাগ্য আপনাদের হাতে সুনিশ্চিতরূপে নিরাপদ। যাই হোক, ভারত শীঘ্রই স্বাধীন হতে যাচ্ছে। তার সম্মুখে গৌরবের পথ বিস্তীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু বৃটেন আপনাদের যথার্থ স্বাধীনতা কখন পেতে দেবে না। এর পরে আমরা ভারত সম্বন্ধে কোন-কিছু শোনবার

পূর্বেই দীর্ঘকাল দুর্দশাভোগী ভারতের জনগণকে বিপর্যস্ত করার জন্যে নানা পন্থা অবলম্বিত হবে। অবশ্য আপনাদের কাছে নির্যাতন-ভোগ নূতন নয়। আপনারা বার বার এ সবের মধ্য দিয়ে গেছেন—প্রতিবারই বেরিয়ে এসেছেন দৃঢ়তর ইচ্ছাশক্তি এবং নবীন সংকল্প নিয়ে। প্রতিবারই আপনারা বাধার সম্মুখীন হয়েছেন যেন ভারতের ইতিহাসে অপর একটি গৌরবজনক অধ্যায় রচনার জন্যে। আপনাদের ভাগ্য সত্যই আমার ঈর্ষার উদ্রেক করে; আমার ইচ্ছা হয় আপনাদের সঙ্গে একত্র সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবার জন্য।

কিন্তু ঘটনাচক্রে আমার এবং আমার পূর্ব-এশিয়ার সহ-কর্মীদের পক্ষে নিজেদের উপায়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। রণক্ষেত্রে বৃটেনের মুখোমুখি দাঁড়ানোর মতো অবস্থা আমাদের পূর্ব-এশিয়াবাসীদের হয়েছে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত করার পূর্বে আমাদের জানতে হবে, আপনাদের মনোভাব জানার ক্ষীণতম উপায়ও আছে কিনা। আমাদের প্রচেষ্টা যদি কাজে লাগাতে হয়, তবে আমাদের পক্ষে আপনাদের সহানুভূতি ও সমর্থন অবশ্যই পেতে হবে।

ভারতের উপকূলবর্তী শহরের উপর জাপানীরা সম্প্রতি যে বোমাবর্ষণ করেছে তা আপনাদের অনুকূল সিদ্ধান্ত-গ্রহণের বিরুদ্ধে যেতে পারে। সে বিষয়ে আমি আপনাদের অবস্থা পুরোপুরি অনুভব করি। তবু আমি বিশ্বাস করি, গাছকে

জঙ্গল বলে ভুল না করে আপনারা এই দ্বিতীয় পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হবেন। বৃটিশ যেখানেই থাকুক জাপানীরা যুদ্ধের সময় তাদের ক্ষতির চেষ্টা করবেই। এই নীতি অনুসরণ করে তারা যদি ভারতে প্রবেশ করতেও বাধ্য হয়, তবে দোষ তাদের নয়—দোষ ইংল্যাণ্ডের। ভারতীয়রা নিজেরাই যদি তল্পিতল্পা সহ বৃটিশদের ভারত থেকে সরিয়ে দিতে পারত, তবে জাপানীরা ভারত আক্রমণ করত না। দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয়দের সে সামর্থ্য নেই। কাজেই সামরিক প্রয়োজনের সরল নিয়মানুসারে জাপানীদের বাধ্য হয়েই এ কাজ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে আপনারা তাকে ভারতের শত্রু হিসাবে কেন গ্রহণ করবেন? জাপানীদের যদি শত্রু হিসাবে গ্রহণ করেন, তবে তার যা ফল হবে, তা স্পষ্ট; তার বর্ণনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি তারা বন্ধুভাবে গৃহীত হয়, তবে তার মধ্যে থাকবে ভারতের স্বাধীনতার সম্ভাবনা। যাই হোক, ক্ষেত্র অনুযায়ী জনগণের দুঃখ-দুর্দশারও পরিমাণ কম বেশি হবে।

ভারতের মৌন মূক জনসাধারণের সুখ ও মঙ্গল বিধানের জন্যে আপনাদের যে দায়িত্ব তা এবার আরও বেশি করে অনুভব করতে ভগবান আপনাদের সহায়তা করুন এবং তিনি আপনাদের ন্যায়-সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ-নির্দেশ করুন। বন্দে মাতরম্!

টোকিও, ১৩-৪-৪২

ভারতীয় জাতির প্রতি

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্সের ব্যর্থতা এবং তাঁর শূন্য হাতে ভারত থেকে প্রস্থানের সংবাদ শুনে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছি, পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের পক্ষ থেকে আমি এ সংবাদ আপনাদের জানাতে চাই। ক্রীপ্স-প্রস্তাব গ্রহণ করতে অসম্মত হয়ে ভারতীয় নেতারা আপনাদের এমন বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, যার পরিমাপ করা অসাধ্য। এই জাতীয় নেতৃবৃন্দের সম্বন্ধে আপনাদের গর্ব অনুভব করার অধিকার আছে।

কিন্তু একটিমাত্র সঙ্কট কাটিয়ে উঠেই আপনাদের বিপদ এবং আপনাদের নেতাদের দায়িত্বের অবসান হয় নি। যতদিন আপনারা জাতিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে গঠিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে থাকবেন, ততদিন এ সঙ্কট পুরাতন ব্যাধির মতোই বিজড়িত থাকবে। সাম্রাজ্যবাদ তার ব্যর্থতার মধ্যেই ইতিপূর্বে আপনাদের জন্যে নূতন ফাঁদ পেতেছে—এ সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিত হবেন। ভারতের দুর্গ-রক্ষার জন্যে রচিত পরিকল্পনা আপনাদের গ্রহণ করাতে পারল না দেখে, সে এক পক্ষে ভারত ও অপর পক্ষে জাপান ও তার মিত্রদের মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করবার সিদ্ধান্ত করেছে বলে মনে হয়। বিদ্বেষ এর চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ রূপে বাইরে প্রকাশ পেতে

পারে না। আমি আপনাদের সাবধান করে দিতে চাই, সাম্রাজ্য-বাদের কোন রকম কৌশল-জালেই আপনারা ধরা দেবেন না।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স ভারত থেকে প্রস্থানের পূর্বে ভারত-রক্ষায় বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অসম্মত হবার কুফল সম্বন্ধে আপনাদের সাবধান করে গেছেন বলে মনে হয়। মনে হয় তিনি আপনাদের স্পষ্ট করে এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন, জাপানি-বাহিনী আক্রমণের দায়িত্ব এসে পড়বে ভারতীয়দের নিজেদেরই স্কন্ধে। এ একটা সুচতুর মিথ্যা কথা। জাপানের প্রধান-মন্ত্রী ইতিপূর্বে দু-বার বিশ্ববাসীর কাছে ঘোষণা করেছেন, জাপানের শত্রুতা ভারতের বিরুদ্ধে নয়—বৃটেনের বিরুদ্ধে। জাপান বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তি ও প্রভুত্ব বিনষ্ট করতে চায়—সে পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে ভারতের অগ্রগতি রুদ্ধ করতে চায় না, বরং সেই অগ্রগতির পথে সাহায্য করতে চায়। সে বিশ্বাস করে এবং তার এ বিশ্বাস ঠিক যে সাম্রাজ্যবাদের শক্তি ও প্রভাব বিনষ্ট করে সে প্রকৃতই ভারতের স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠাকে অগ্রগামী করতে পারবে।

তার বিশ্বাস যে অকৃত্রিম সে বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি। আমার চতুর্দিকে এমন হাজার হাজার নিদর্শন বিদ্যমান, যাতে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে জাপান ভারতীয় জাতিকে একটা বিশেষ শ্রেণীতে ফেলে বিচার করে।

ভারতের সংস্কৃতি এবং ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা আছে। সে বিশ্বাস করে যে, ভারত স্বাধীন হলে এশিয়ার অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধি পুনরুজ্জীবনের জন্যে সে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারবে এবং তাকে সহযোগিতা করতেই হবে।

আপনারা জাপানকে বন্ধু রূপে পেতে চান কিংবা শত্রু রূপে পেতে চান—তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনাদের ব্যবহারের উপর। তার সঙ্গে নিজেদের সাধারণ স্বার্থ মিলিয়ে বৃটেনের বিরুদ্ধে যদি আপনারা লড়াই চালিয়ে যান, তবে আপনাদের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ বাস্তবে পরিণত হবে বলে ধরে রাখতে পারেন। আর দুর্ভাগ্যবশত আপনারা যদি বৃটেনের পক্ষাবলম্বন করেন, তবে আপনারা স্বাধীন হবার সকল সুযোগ হারাবেন। এইখানে আমি পুনরুক্তি করতে চাই যে, ভারত সম্বন্ধে জাপানের কোন রাজনৈতিক কিংবা সাম্রাজ্যিক লোভ নেই। কিন্তু আপনারা যদি জাপানকে তার বর্তমান মনোভাব বদলাতে বাধ্য করেন, সে আপনাদেরই পুরোপুরি দায়িত্ব।

কাজেই আপনারা এক নূতন ও কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছেন। পূর্ববর্তী পরীক্ষায় আপনারা যেমন ব্যর্থ হন নি, বর্তমান পরীক্ষায়ও আপনারা তেমনই ব্যর্থ হবেন না—এ আশা আমি করি। সর্বশেষে আমি

আপনাদের প্রাণপণ প্রয়াস করতে অনুরোধ করি—যাতে শেষ পর্যন্ত আপনাদের নেতাদের সম্বন্ধে গর্ববোধ করার নূতন একটা সুযোগ আপনারা পেতে পারেন। বন্দে মাতরম্!

টোকিও, ১৮-৪-৪২

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের প্রতি

ভারতের পক্ষে নূতন ও ছদ্মবেশী দাসত্বের সনদরূপী ক্রীপ্‌স প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে আপনারা সম্প্রতি যে দৃঢ় মতৈক্য দেখিয়েছেন, তার বিবরণ শুনে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি বোধ করেছি।

বৃটিশ এশিয়ায় তার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতের বিরাট জনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়োগকল্পে—বিশেষ করে যে পরাধীনতার শৃঙ্খলে ভারত দুইশত বৎসর ধরে আবদ্ধ, তা আরও দৃঢ়তর করার জন্যে—যে পরিকল্পনা রচনা করেছিল, তা ব্যর্থ করে দিয়েছে আপনাদের দূরদর্শিতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সংকল্প ও সাহস। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে ইংল্যাণ্ড আপনাদের

কাছে এমন একটি লোককে পাঠিয়েছিল যাঁর ভারতবন্ধু রূপে খ্যাতি আছে, এবং যাঁর বন্ধুত্ব ভাঙিয়ে ভারতের চরম-শত্রু মিঃ উইনস্টন্ চার্চিল চেয়েছিলেন ভারতকে তাঁর নিজের দলে টানতে। আপনাদের তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি এবং অনমনীয় সাহসী নেতৃত্বের বলেই ভারত অগৌরব লজ্জা এবং নূতন দাসত্বের হাত থেকে বেঁচে গেছে। খেলোয়াড়ের জুয়াচুরি হাতে-নাতে ধরা পড়লে তার যেমন অপ্রতিভ অবস্থা হয়, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ও কতকটা তেমনই অবস্থায় পড়ে ফিরে গেছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের চাতুর্যের সীমা নেই, এবং আমরা আশঙ্কা করছি যে, ভবিষ্যতে হয়তো আরও সূক্ষ্ম ফাঁদ পাতা হবে; আরও সুকৌশলে পরিকল্পনা রচিত হবে। গুজবে প্রকাশ, ক্রীপ্‌স্ সাহেব এবার ভারতে রাজপ্রতিনিধি বড়লাট-রূপে ফিরে আসতে পারেন। এই গুজবের মধ্যে অকল্যাণকর ইঙ্গিত ও সঙ্কটময় ভবিষ্যদ্বাণী আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে মিঃ চার্চিল আরও বেশী আকর্ষণীয় টোপ ফেলে আবার ভারতকে নূতন ফাঁদে ফেলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বৃটিশদের কৌশল যে রূপই নিক, আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে আপনাদের নির্ভুল বিচার-বুদ্ধি ও সুবিজ্ঞ নেতৃত্ব ভারতকে বৃটিশ চাতুরীর শিকার হবার দুর্দৈব থেকে রক্ষা করবে।

জাপানের চমৎকার রণকৌশল ও অমানুষিক প্রচেষ্টার জন্যে সামান্য চার মাস মাত্র সময়ের মধ্যে পূর্ব-এশিয়ায় বৃটিশ-

শক্তি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। ভারত মহাসাগর অবশিষ্ট বৃটিশ নৌশক্তির কবলমুক্ত হয়েছে এবং বৃটেন এশিয়ায় তার শেষ ও চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে শেষকালে ভারতভূমিতে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছে। এ অবস্থায় বৃটেন যে তার দ্রুত-ক্ষয়িষ্ণু শক্তিকে দৃঢ়তর করার ব্যাপারে ভারতকে কাজে লাগানোর জন্যে সকল কৌশল নিয়োগ করবে—এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অবসান নিকটবর্তী; কেউ তার দুর্ভাগ্য প্রতিরোধ করতে পারবে না।

এটা সুনিশ্চিত। কিন্তু ভারত তার স্বাধীনতা-অর্জনের জন্যে কি অংশ গ্রহণ করবে? স্বাধীনতা এক জাতি অপর জাতিকে দানস্বরূপ দেয় না; একটা জাতির আত্মত্যাগ ও দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে একে পুরস্কারের মতো অর্জন করতে হয়—স্বাধীনতা সর্বদেশে সর্বকালেই জাতির নিজ প্রচেষ্টার ফল। এই সঙ্কট-মূহূর্তে ভারত তার দৃঢ় সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জোর করে স্বাধীনতা অর্জন করবে, না, নিজের দ্বিধা-সঙ্কোচের দরুন চিরকালের জন্যে এই শেষ সুযোগ হারিয়ে পরাধীন জাতি রূপে ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করবে? সারা পৃথিবীতে আজ এই একই প্রশ্ন, এবং কংগ্রেস-নেতা আপনাদের মধ্যেই এ প্রশ্নের উত্তর অপেক্ষা করছে। এই সঙ্কট-ক্ষণে প্রতি মুহূর্তই মূল্যবান—কেন না সুযোগ একবার হারালে তা চিরকালের জন্যে চলে যায়। পূর্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়দের তরফ থেকে আমার

অনুরোধ এই যে আপনাদের সিদ্ধান্তের একটা আঁচ আমাদের পেতে দিন, যাতে আমাদের মাতৃভূমিকে অবিলম্বে স্বাধীন করার ব্রতে আপনাদের প্রচেষ্টার সঙ্গে আমরাও সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করতে পারি।

কাজেই আমি গভীর উদ্বেগ নিয়ে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় আছি। কেন না মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত দেখার জন্যে আমরা পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়রা কি ভাবে এবং কতটা সহযোগিতা করতে পারি—তা নির্ভর করে এই সিদ্ধান্তের উপর।

এই প্রসঙ্গে আমি কংগ্রেস-নেতাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আপনাদের প্রচেষ্টা যত সামান্যই হোক না কেন তা সমর্থন করার জন্যে বাইরের অনেক শক্তি বর্তমান আছে। বৃটেন জাপানের শত্রু; ভারতের উন্নতিরও সে সহায়ক নয়। অতএব সাম্রাজ্যবাদের শক্তি ধ্বংস করা এবং আমাদের অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা জাপানের বিরাট শক্তিশালী সমর্থনের উপর কিছু পরিমাণে নির্ভর করতে পারি।

জাপানের প্রধান-মন্ত্রী পুনঃ পুনঃ পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের প্রচেষ্টায় তাঁর সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কাজেই পূর্ব-এশিয়ার এই শক্তিশালী দেশ আপনাদের সমর্থন করার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত—এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

জাপানি নৌ ও বিমানবহর সম্প্রতি ভারতের বৃটিশ সামরিক ঘাঁটিতে যে বোমাবর্ষণ করেছে তার ফলে ভারতীয় জনগণের ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয় নি—তার ফলে আপনাদের প্রচেষ্টা অধিকতর শক্তিশালী হবে বলেই মনে করা হয়েছিল। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাপানকে আমাদের শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী মিত্ররূপে পাওয়া যেতে পারে। ক্রীপ্‌স কিংবা অন্য কোন বৃটিশ-দূত আপনাদের যা-ই বোঝাতে চান না কেন, এ বিষয়ে আপনাদের মনে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের পক্ষ থেকে এই সঙ্কট-মুহূর্তে আমি আপনাদের মহান নেতৃত্বে পূর্ণ বিশ্বাস জ্ঞাপন করে অনতিবিলম্বে আপনাদের চরম সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা করছি। বন্দে মাতরম্‌!

টোকিও, ২১-৪-৪২

খান আব্দুল গফুর খাঁর প্রতি



মাননীয় খান আব্দুল গফুর খাঁ,

স্বাধীনতার সৈনিকরা যখন দীর্ঘ পথের শ্রম ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েন, তখন তাঁদের মনের দৃঢ়তা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্যে কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত স্মরণের প্রয়োজন হয়; তার পরেই তাঁরা আবার নূতন উদ্যম ও শক্তিতে এগিয়ে চলেন। স্বাধীনতার সংগ্রাম যে স্থানের ও যে সময়েরই হোক না কেন তার ইতিহাসে এরূপ প্রেরণাদায়ক মুহূর্ত আছেই। ভারতীয়দের পক্ষে এরূপ একটি মুহূর্ত হল ১৯৩০ অব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে।

আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভের বৎসরে (ভারতীয়

কংগ্রেস কর্তৃক আহূত বিগত আইন-অমান্য আন্দোলন) উক্ত স্মরণীয় দিবসে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন রক্তস্নান করে পুনঃ পুনঃ তার শক্তির প্রমাণ দিয়েছিল। চারসাদায় আপনার পাঁচ শত বিশ্বস্ত নিরস্ত্র অনুগামী বৃটিশ সৈন্যদের বুলেটের সামনে নিজেদের বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিল। ঐ স্থানের নাম চিরদিন ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। চারসাদায় যে মহান আত্মত্যাগের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল, তার পিছনে প্রেরণা জুগিয়েছিল একমাত্র আপনার ব্যক্তিত্ব ও আত্মিক শক্তি। তাই যখনই চারসাদার নামোল্লেখ করা হবে, তখনই জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীরা আপনার ব্যক্তিত্ব ও আত্মিক শক্তির উদ্দেশ্যে মাথা নত করে নমস্কার জানাবে। চারসাদার যে পাঁচ শত বীর বিনা প্রশ্নে মৃত্যু-বরণ করতে গেছল, তাদের দৃষ্টান্ত ভারতবাসী কোনদিন ভুলতে পারবে না। স্বাধীনতার যাত্রাপথে যখনই অন্ধকার ও হতাশা এসে ভারতীয়দের ক্লান্ত মনকে আচ্ছন্ন করতে চাইবে তখনই চারসাদার স্মৃতি তাদের মধ্যে নিশ্চিত রূপে নতুন কর্মশক্তি জাগিয়ে তুলবে, নতুন আশায় তাদের হৃদয় পূর্ণ করবে। আপনার কাছে এ স্মৃতি নিশ্চয়ই সব চেয়ে বেশি প্রিয়। ভারতীয়দের কাছে চারসাদার ঘটনার অর্থ যে কি, আমাদের সকলের চেয়ে আপনিই তা ভাল করে বোঝেন।

বিপ্লবীর আহ্বান

ভারতকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত করার আদর্শের জন্যে এই পাঁচশত বীর তাদের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করেছিল। এই পাঁচশত বীর শহীদের প্রতি আমাদের কর্তব্যবোধই ভারতের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণপাত প্রয়াসে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে—একথা কি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে? তাদের প্রতি এই পবিত্র কর্তব্য পালন না করা পর্যন্ত ভারতের জাতীয় সম্মানবোধ আমাদের তিলার্ধ বিশ্রাম করতে দেবে না।

ইতিহাস নতুন প্রত্যাশা নিয়ে এই সন্ধিক্ষণে পুনরায় আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছে। দয়া করে আপনার আদর্শ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠুন এবং আমাদের নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করার পথ দেখান। আপনার বিরাট ব্যক্তিত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা আরও বহু চারসাদার সৃষ্টি করে চারসাদার বীরদের প্রতি সম্মান দেখাতে কৃতসংকল্প—যে পর্যন্ত পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভের ফলে এইরূপ আত্মদান অপ্রয়োজনীয় হয়ে না পড়ে।

খান সাহেব, বীর পাঠানদের সঙ্গে নিয়ে আপনি এগিয়ে আসুন এবং ভারতকে পূর্ণ-স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ার যুদ্ধের সুবর্ণসুযোগ কাজে লাগান।

হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ!

টোকিও, ২৩-৪-৪২

জাতীয় কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের প্রতি

আপনাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আমার পূর্ববর্তী আহ্বানে আমি পুনঃ পুনঃ জোর দিয়ে বলেছি, ভারতকে যদি বৃটেনের চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খল ভাঙতে হয়, তবে তার পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুদের সঙ্গে পূর্ণ এবং আন্তরিক সহযোগিতা করার জরুরি প্রয়োজন আছে। আমি যথাসাধ্য জোর দিয়ে একথাও বলেছি, ভারতের পক্ষে উপযুক্ত আয়োজন করে বৃটিশ-শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার এই উপযুক্ত সময়। আমি আরও বলেছি এবং আপনারাও একথা ভালভাবে জানেন, সাম্রাজ্যবাদের আত্মাবিধ্বংসী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ভারতে থেকে আমরা দেড় শত বৎসরের অধিক কাল ব্যর্থ সংগ্রাম করেছি। সেই প্রভুত্ব উচ্ছেদের জন্যে বর্তমানের মতো সুযোগ ভারতের পক্ষে আর কখনও আসে নি। আর হয়তো আসবেও না। যখন ভারতের স্বাধীনতা ও গৌরব অর্জনের সুবর্ণ-মুহূর্তগুলি দ্রুত চলে যাচ্ছে, তখন কাজ শুরু করতে বিলম্ব কেন?

ভারতের শত্রু মিঃ চার্চিল এবং ভারতের চিরন্তন পরাধীনতার জন্যে অনুষ্ঠিত এই যুদ্ধে চার্চিলের উৎসাহদাতা ও সহায়ক প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ভারতের সমর্থন-লাভের আশায় নিরঙ্কুশভাবে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ান। গণতন্ত্রের নামে মিঃ চার্চিল চান যে ভারত চিরদিনের জন্যে বৃটিশ-শোষণের

কাছে মাথা নত করে থাকুক। তাঁর কুকর্মের সহায়ক প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও গণতন্ত্রের নামে বৃটেনের কাছে ভারতের চিরন্তন দাসত্বের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েছেন। এই দুই অন্ধকারের দূত গত গ্রীষ্মকালে যখন অ্যাটলান্টিকের বুকে একত্রিত হয়েছিলেন বিশ্ববিধান নির্ণয়ের জন্যে (অথবা তাঁদেরই স্বার্থ-বিধান নির্ণয়ের জন্যে)—তখন ভারত চির তরে বৃটিশ-শাসনে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাক, এ বিধান দিতে তাঁদের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় নি। ভারতের সম্পর্কে মুখে মুখে এঁরা যখন গণতন্ত্রের বুলি ছাড়েন, তখন এই ইঙ্গ-মার্কিন সহকর্মীরা আসলে কি বলতে চান—সে বিষয়ে ভারতবাসীর মনে এখনও কোন সংশয় আছে কি? ভারতীয় নেতারা যাতে বৃটিশ-প্রস্তাব গ্রহণ করেন, সে জন্যে তাঁদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে রুজভেল্ট সম্প্রতি ভারতে তাঁর বিশেষ-দূত কর্নেল লুই জনসনকে পাঠিয়েছিলেন। এই ব্যাপারেই তাঁর প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়েছিল। আমি এ কথা জেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলাম যে পণ্ডিত নেহেরুর চোখে মার্কিন-প্রেসিডেন্টের কুটিল চক্রান্ত ধরা পড়ে গিয়েছিল; তিনি মার্কিন-হস্তক্ষেপ সঙ্গে সঙ্গেই নাকচ করে দিয়েছিলেন এই বলে যে "তিনি উত্তর-আমেরিকার সালিশি কিংবা প্রতিভূত্ব চান নি।" পণ্ডিত নেহেরুর এ বিবৃতি তাঁর নীতি সম্বন্ধে আমাদের মনে নতুন বিশ্বাসের সঞ্চার করেছে। লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের সাইরেন (গ্রীক মায়াবিনী)-কণ্ঠের আহ্বানে মুগ্ধ

হয়ে ভারতের তরণী যাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পাহাড়ে না লাগে, তার ব্যবস্থা করাই হচ্ছে পণ্ডিত নেহেরুর নীতি।

স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে ভারতকে মুঠোর মধ্যে পোরার জন্যে ইঙ্গ-মার্কিন নেকড়েবাঘ ভেড়ার পোষাক পরে এই গণতন্ত্রের বুলি টোপ রূপে বরাবর ব্যবহার করেছে। এই ধরনের টোপের সম্পর্কে ভারতের দুর্বলতার সংবাদ তারা রাখে, এবং ভারত আজ হোক কাল হোক এ টোপ গিলবে—এই আশাতেই তারা বসে আছে। তাই পণ্ডিত নেহেরুর উক্তি থেকে ভরসা পাওয়া যাচ্ছে যে ভারতীয় নেতৃত্ব এই বিপদ সম্বন্ধে পূর্ণ সজাগ এবং তারা একে এড়িয়ে চলতে কৃতসংকল্প।

ভারত নিজেই নিজ ভাগ্যের প্রভু; তার প্রতিভা ও প্রয়োজনের পক্ষে উপযোগী সুষ্ঠু শাসনতন্ত্র সে নিজেই তৈরী করবে। ভারতে কোন প্রকারের রাজনৈতিক আদর্শ থাকবে, তা বলে দেওয়া ইংল্যাণ্ড কিংবা আমেরিকা কাজ নয়। অশোক বা আকবরের আমলে অননুকরণীয় শাসন-পদ্ধতির গর্ব করতে পারে যে দেশ, সে দেশকে তার পক্ষে কি ভাল বাইরে থেকে তা বলে দেবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নেই।

ভারত এই সব মিথ্যা গণতন্ত্র, তাদের শোষণ-নীতি ও দুর্বল জাতির উপর অত্যাচার-পদ্ধতির কবল থেকে মুক্তি লাভ করুক। তখন সে বিশ্ব-রাজনীতিতে এমন নতুন আদর্শের সৃষ্টি করতে পারবে যা সমগ্র বিশ্বের আদর্শ ও ঈর্ষ্যার বস্তু হয়ে দাঁড়াবে—

যেমন ছিল ভারতের গৌরবময় যুগে অশোক ও আকবরের আদর্শ।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, আমি সানুনয়ে আপনাদের অনুরোধ করছি, পাশ্চাত্যের মিথ্যা গণতন্ত্রের অধঃপতিত আদর্শের দ্বারা যে দাস-মনোবৃত্তি ভারতকে বেঁধে ফেলেছে, তা বিচূর্ণ করে ফেলুন। আমাদের যে দেশ প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সভ্যতার দীপ জ্বেলেছিল, তার গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপযোগী শাসন-পদ্ধতি গড়ে তোলাই হবে আপনাদের কাজ। ভারতের বুক থেকে তথাকথিত গণতন্ত্রের অধিকার দূরীভূত হলেই প্রকৃতপক্ষে ভারত স্বাধীন ও সার্বভৌম হবে।

পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের নামে ভারতের কংগ্রেস-নেতাদের কাছে আমার অনুরোধ, তাঁরা জাগ্রত হোন—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বপ্রকার অধীনতা-চিহ্ন তাঁরা মুছে ফেলে দিন এবং ভারতের নিয়ন্ত্রণ ও পূর্ণ-স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন। আজ—এখনই তার উপযুক্ত সময়। বন্দে মাতরম্!

টোকিও, ২৪-৪-৪২

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু
ও
মিঃ মহম্মদ আলী জিন্নার প্রতি

একদিকে গৌরব ও স্বাধীনতা, অপরদিকে বৃটিশের কাছে চির-দাসত্ব—আমাদের স্বদেশ আজ এই তুই পথের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সময় পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের তরফ থেকে আমি, রাসবিহারী বসু, আপনাদের উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানাই।

পণ্ডিতজী ও জিন্না সাহেব, আজকের ও আগামীকালের ভারত বহুলাংশে আপনাদের তুইজনের হাতে ন্যস্ত। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিনায়ক রূপে আপনারা উভয়েই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, এবং তুরতিক্রম্য বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জাতিকে নিঃসঙ্কোচে পূর্ণ-স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ভারতের জীবিত এবং মৃত মহান্ সন্তানদের শক্তিশালী প্রচেষ্টায় আজ আমরা ভারতের আকাশে স্বাধীনতার বালারুণের প্রথম রক্তরাগ দেখতে পেয়েছি।

বিশ্বের বিরাট ও প্রভাবশালী শক্তিপুঞ্জও আপনাদের সাহায্য করছে; বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপনাদের দীর্ঘ

সংগ্রাম আজ ফলপ্রসূ হতে চলেছে। পূর্ব-এশিয়ায় এক হিসাবে আমাদেরই জ্ঞাতি জাপান জাতি তার দশ কোটি সন্তান নিয়ে আপনাদের সাহায্য করতে এসেছে। ইতিমধ্যেই তারা পূর্ব-এশিয়ায় বৃটিশ-শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলেছে। হতাশ-চিত্ত দুর্বল বৃটেন ভারতের উপর তার অধিকার বজায় রাখতে অক্ষম হয়ে আপনাদের কাছে তার বহু-পরিচিত নিজস্ব যে উপায়—শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি ও মিথ্যা আশা দিয়ে আপনাদের বন্ধুত্ব অর্জনের চেষ্টা করছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পণ্ডিতজী আপনি এবং মুসলিম লীগের অধিনায়ক রূপে জিন্না সাহেব আপনি, সম্প্রতি ভারতে আগত ক্রীপ্‌সের সুচতুর প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। তখনই আমি অনুভব করেছিলাম, ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অর্ধেক জয়লাভ হয়ে গেছে। এখন ভারতীয় স্বাধীনতার বড় শত্রু মিঃ চার্চিল আপনাদের সমর্থন পাবার আশায় আবার নতুন পরিকল্পনা উদ্ভাবনের জন্যে মাথা খুঁড়তে শুরু করেছেন। এবার তিনি একটা নূতন কৌশল আবিষ্কার করেছেন; তিনি আপনাদের দু'জনকেই লণ্ডনে নিয়ে যেতে চান। তাঁর বিশ্বাস, একবার লণ্ডনে নিয়ে যেতে পারলে আপনারা তাঁর খপ্পরে পড়ে যাবেন এবং তিনি আপনাদের সমর্থন পাবার আশায় তাঁর কূটনৈতিক তূণের সকল অস্ত্র আপনাদের উপর প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। যেমন জাপানের রণশক্তি ও শৌর্যের বিচারে চার্চিল নিজেকে অযোগ্য

বিচারক বলে প্রমাণিত করেছেন, এ ব্যাপারেও তেমনই তিনি ভারতীয় নেতৃত্বের হীন বিচারক বলে প্রতিপন্ন হবেন—এই আমার বিশ্বাস।

ভারতীয় সমস্যার সমাধান আছে ভারতবাসীর নিজেদের হাতে—বৃটেনের হাতে নয়। অ্যাংলো-স্যাক্সন সাম্রাজ্যবাদীদের বিধান বলে স্বাধীনতা আসবে না—ভারতের স্বাধীনতা আসবে শুধু ভারতের অগণিত সন্তানের দুঃখভোগ ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ ইংল্যাণ্ডে হবে না—হবে ভারতের পবিত্র ভূমিতে, এবং সেখানেই সে যুদ্ধে ভারতীয়রা জয়ী হবে। আজকে এখন স্বাধীনতার শেষ ও চূড়ান্ত সংগ্রাম শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। চোখের সামনে প্রত্যক্ষ-করা স্বাধীনতার আদর্শে পৌঁছানোর জন্যে আপনাদের নেতৃত্বের আশায় কোটি কোটি দুঃখক্লিষ্ট জনগণ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে। সেই সময় আপনাদের কার্যক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেবার জন্যে লণ্ডনে নিমন্ত্রণ করা প্রত্যক্ষ ভাবেই বৃটিশের চক্রান্ত-জাল বিস্তারের চেষ্টা। ভারতীয় ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভারতীয় জনগণকে আপনাদের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করার এই চেষ্টা যেন কোন ক্রমে সফল না হয়। আপনাদের পূর্বে অন্য যাঁরা লণ্ডনে গেছলেন, তাঁরা হতাশা ও অনুতাপ ছাড়া আর কিছু নিয়ে ফিরে আসেন নি। এ পথে নতুন চেষ্টা করার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে তাঁদেরই ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত।

আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন জানাচ্ছি, আর ওদিকে এই সময় আমাদের কাছে দুঃসংবাদ এল—মার্কিন-বাহিনী ভারতের গায়ে শৃঙ্খল আরও দৃঢ়ভাবে এঁটে দেবার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেছে। ভারতের প্রতি মিঃ রুজভেল্টের অভিপ্রায় সম্বন্ধে এর চেয়ে সুস্পষ্টতর প্রমাণ আর কি হতে পারে? ভুল করলে চলবে না যে রুজভেল্ট তাঁর হাতে গণতন্ত্রের যে নরম দস্তানা পরেন, তার নীচে আছে শোষণের লৌহ-মুষ্টি। ধীরে ধীরে হলেও নিশ্চিত রূপে ভারতের উপরও সে লৌহ-মুষ্টি এসে পড়ছে। আপনাদের দিক থেকে পরিস্থিতিটা এখন পুরোপুরি বিশ্লেষণ করে দেখার সময় এসেছে। একা বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের শোষণই ভারতের আত্মাকে প্রায় মেরে ফেলেছে, আর যখন বৃটিশ ও মার্কিন শোষণ একত্র হাত মেলাবে, তখন ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। ভারতকে দমন করার দুষ্ট খেলায় আসন্ন ইঙ্গ-মার্কিন সহযোগিতার ভয়ঙ্কর ফল সম্বন্ধে আমি আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি। আশা করছি, যে অত্যধিক বিলম্ব হবার আগেই আপনারা এই প্রচেষ্টা বিচূর্ণ করে দেবেন।

প্রিয় পণ্ডিতজী ও জিন্না সাহেব, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই চরম সঙ্কট-মুহূর্তে ভারতের কোটি কোটি দুঃখক্লিষ্ট সন্তান আপনাদের নির্দেশের প্রতীক্ষা করছে। নির্দেশ পেলেই তারা দলে দলে এগিয়ে যাবে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতার পথে।

মহামতি তিলক বলেছিলেন, স্বাধীনতা জাতির জন্মগত অধিকার। আপনারা যদি উভয়ে হাত মিলিয়ে জাতিকে স্বাধীনতার জন্যে অগ্রগমনের নির্দেশ দেন, তবে সেই মুহূর্তেই ভারত স্বাধীন হয়ে যাবে। কাজেই অনধিকারী বৃটিশ কিংবা মার্কিন বা তাদের অন্য কোন সহায়কদের সঙ্গে আপোষ-আলোচনা করে মিথ্যা সময় নষ্ট করবেন না।

সময় অমোঘ আহ্বান জানাচ্ছে আপনাদের উভয়ের উদ্দেশে; আপনাদের মুখের দিকে নির্দেশের জন্যে তাকিয়ে আছে। সে নির্দেশ যেন বহু-বিলম্বিত না হয়। বন্দে মাতরম্!

টোকিও, ২৮-৪-৪২

ভারতীয় জনগণের প্রতি

ভারতস্থিত আমার স্বদেশবাসিগণ, হৃদয়ে গভীর আনন্দ নিয়ে আমি পূর্ব-এশিয়ার আপনাদের ভ্রাতাভগ্নীদের তরফ থেকে নিবেদন জানাচ্ছি। পূর্ব-এশিয়ার সাধারণ শত্রু মিত্রশক্তি আর একটি ভয়ঙ্কর ও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। শক্তিশালী জাপানি সৈন্যরা ভূতপূর্ব স্বাধীন ব্রহ্মস্থিত মান্দালয় বৃটিশদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এই সুখের সংবাদে ভারত আনন্দ

করুক। উত্তর-ব্রহ্মের রাজা সিংডনের পবিত্র বৌদ্ধ শহর থেকে জন বুলকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

মান্দালয়! এই নামটি আমাদের মনে কত করুণ স্মৃতির উদ্রেক করে। ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা এই শহরের কারা-প্রাচীরের মধ্যে কত নীরব যন্ত্রণা ও মনোবেদনা ভোগ করেছেন—সেই কথা আমরা ভাবি। ভারতের যে বীর সন্তানরা বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদের চেষ্টা করছেন, তাদের বন্দী করে রাখার জন্যে বৃটিশরা এই পবিত্র বৌদ্ধ শহরের সীমার মধ্যে একটি কারাগার নির্মাণ করেছিল। ভারতবাসীর কাছে মান্দালয় বৃটিশ-কারাগৃহ ও নির্বাসনাগারের সমার্থবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মান্দালয়-কারাগারের ধূসর বিবর্ণ দেয়ালের মধ্যেই লোকমান্য তিলক তাঁর জীবনের ছয়টি মূল্যবান বৎসর কাটিয়েছিলেন। এই কারাগারেই বৃটিশ সামাজ্যবাদীদের আদেশে লালাজী, সর্দার অজিত সিং, বিপিনচন্দ্র পাল, সুভাষচন্দ্র বসু এবং ভারতের অপর বহু শ্রেষ্ঠ সন্তান তাঁদের বিচিত্র কারা-জীবন কাটিয়ে গেছেন। মান্দালয় বৃটিশ-শাসকদের বিরুদ্ধে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রতীক বিশেষ—আমাদের জাতীয় শহীদ্-ব্রতেরই প্রতীক। এশিয়ার জাতিসঙ্ঘের অন্যতম সদস্য জাপান বৃটিশদের হাত থেকে আন্দামান ও মান্দালয় ছিনিয়ে নেওয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের ত্যাগব্রতী সন্তানদের গায়ে যে লজ্জা ও কলঙ্ক লেপে দিয়েছিল তার অবসান হয়েছে। বৃটিশ-

শাসকরা যে সব অত্যাচার করেছে, অবশেষে তার হিসাব-নিকাশের দিন এসেছে।

সমগ্র ব্রহ্ম-রণাঙ্গণে অজেয় জাপানি বাহিনীর হাতে পরাজয়ের পর পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে বৃটিশরা ভারতে পালিয়ে যাচ্ছে—যাবার পথে 'পোড়া মাটি' নীতি অনুসরণ করে। তারা নানা স্থানে অগ্নি-সংযোগ করেছে, দরিদ্র ব্রহ্মবাসীরা সর্বস্বান্ত হচ্ছে। এই হঠকারী বৃটিশরা শীঘ্রই ভারতকে শেষ আশ্রয়ে পরিণত করবে এবং ভারতে তাদের শক্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে নিরীহ ভারতীয় জনগণের শোষণে বাধ্য হবে। কিন্তু তারা যেখানেই যাক, জাপান তাদের অনুসরণ করবেই। জাপান প্রতিজ্ঞা করেছে, পূর্ব-এশিয়া থেকে বৃটিশ-শক্তির মূলোচ্ছেদ করবেই ; কোন বাধা তাকে এ উদ্দেশ্য-সাধনে বিরত করতে পারবে না। ভারতীয় জনগণের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আছে, ভারতবাসী নিজেরাই যদি নিজেদের দেশ থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করে, তবে জাপান তাদের ভূমিতে পদার্পণ করবে না! কিন্তু তারা যদি কর্তব্য-পালনে অসমর্থ হয়, তবে জাপানকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই বৃটেনের অনুসরণে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করতে হবে। কেন না ভারতে যতদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পূর্ব-এশিয়ার কোন জাতিই নিরাপদে বাস করতে পারবে না।

সুতরাং আমার স্বদেশবাসিগণ, জাপানি বাহিনীর মান্দালয়-দখলের সংবাদ পাবার পর আজ আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য এই—"ভারতীয় রূপে নিজেদের কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিন, ভারতের পক্ষে অনিষ্টকারী বৃটিশ শক্তির অবসান ঘটান—ভারতের শক্তি-প্রমাণের মুহূর্ত অবশেষে আজ এসেছে।"

আমার এ আহ্বান বিশেষ করে ভারতের যুব-শক্তির উদ্দেশ্যে। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রণাঙ্গণে জাপ-যুবশক্তি যে অপূর্ব কর্মপ্রচেষ্টার উদাহরণ দিয়েছে, তার থেকে আমি ভারতীয় যুব-শক্তিকে প্রেরণা নিতে অনুরোধ করি। বিরাট রণাঙ্গণের মধ্যে আজ নতুন শক্তিশালী এশিয়া জন্ম নিচ্ছে, আর সেই রণাঙ্গ-নের প্রান্তে জাপানি যুবকরা হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে, অকাতরে প্রাণ-বিসর্জন করছে। ভারতীয় যুবশক্তির সম্মুখে আজকে অগ্রগতির আহ্বান জানাচ্ছি। বৃটিশ-শাসনের ভস্ম-স্তূপের উপর নতুন ভারত গড়ে তুলতে হবে; সে ভারত হবে বিরাট শক্তি ও প্রভাবশালী—যেমনটি ছিল সেই প্রাচীন কালে যখন ভগবান বুদ্ধ পথভ্রান্ত পৃথিবীর উদ্দেশে আধ্যাত্মিক সভ্যতার বর্তিকা নিয়ে ভারত-ভূমিতে বিচরণ করতেন, কিংবা যখন অশোকের রাজত্ব কালে তাঁর জ্ঞানের-দীপ্তি ভারতের সীমা ছাড়িয়ে দূর-পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত। ভারতকে তার আদি গৌরব ও মহত্ত্বে পুনঃ-

প্রতিষ্ঠিত করা নির্ভর করে তরুণদের স্কন্ধে। তাদেরই উদ্দেশ্যে আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এই আহ্বান পাঠাচ্ছি।

ভারতের যুবকবৃন্দ, লোকমান্য তিলকের বাণী মনে রেখ। সেই বাণী তিনি আবিষ্কার করেছিলেন মান্দালয়ের নির্জন অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে বসে। সেই বাণী ভারতের বহুযুগের বাণী—কর্মযোগের বাণী—ভগবান কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে দুঃখক্লিষ্ট অর্জুনের উদ্দেশ্যে সামান্য কয়টি কথায় সেই মহাবাণীই প্রকাশ করেছেন—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।" আজ পুনরায় ভগবান কৃষ্ণ ভারতের যুবশক্তিকে আহ্বান জানাচ্ছেন উঠে দাঁড়াতে।

ভারতীয় যুবকবৃন্দ, যোগী প্রভুর বাণী কান পেতে শোন। বন্দে মাতরম্!

টোকিও, ৫-৫-৪২

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের প্রতি

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কমিটি আজ তাঁদের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে সমবেত হয়েছেন। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত আমাদের জাতির ভাগ্যকে বহুলাংশে প্রভাবিত করবে। এই স্মরণীয় মুহূর্তে পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলপ্রবাসী ভারতীয়-দের পক্ষ থেকে আমি, রাসবিহারী বসু, পুনরায় আপনাদের

উদ্দেশ্যে নিবেদন জানাচ্ছি। ভারত এশিয়ার স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতিপুঞ্জের মধ্যে নিজের প্রাপ্য পদ-মর্যাদা গ্রহণের জন্যে বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ও প্রকৃত স্বাধীন জাতি রূপে বেরিয়ে আসবে, না চিরদিনের জন্যে বৃটিশ কিংবা অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রভুত্ব ও শোষণের অধীন থাকবে—এই প্রশ্নের উত্তর অনেকাংশে নির্ভর করবে আপনারা এই অধিবেশনে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তার উপর।

ক্রীপস্ প্রস্তাবের সময় আপনারা যে মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন তার থেকে আমরা ভাল ভাবে জানি যে বৃটিশ প্রভুত্ব থেকে বিমুক্ত ভারতের পূর্ণ ও নিঃসর্ত স্বাধীনতারই আপনারা দৃঢ় সমর্থক। আপনারা এ বিষয়ে এক তিলও আপোষের পথে যাবেন না। কিন্তু যে প্রশ্নের সমাধান আজও হয় নি সেটা এই যে, আপনাদের সাহায্যকল্পে প্রস্তুত বিশ্ব-শক্তিপুঞ্জের সাহায্য দানের জন্য আপনারা কোন ব্যবস্থা বা কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবেন কিনা। এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৌশল প্রতিরোধে আপনারা যেমন সংকল্প ও সাহস দেখিয়েছিলেন, তেমনই সংকল্প ও সাহসের সঙ্গে জাতিকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত, ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে না।

বর্তমান ভারতীয় নেতৃত্বের কাছে ইতিহাস তার শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা কঠিন দাবি নিয়ে সমুপস্থিত। ভারতীয় নেতারা

আজ যুগের দাবি মেনে নিয়ে স্বাধীনতার শেষ-সংগ্রামের নির্দেশ দেবেন, না তাঁরা কল্পিত ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে নেতৃত্ব-গৌরব ব্যর্থ করে দেবেন ?

পূর্ব-এশিয়ার এই অনুকূল কেন্দ্রভূমি থেকে অচিন্তনীয় দ্রুতগতিতে আজ বিশ্বের ঘটনাপুঞ্জ আবর্তিত হচ্ছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পূর্ব-এশিয়ার জাতিপুঞ্জ ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্বের অধীনে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল, জাপানি নেতৃত্ব তার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে দিয়ে পূর্ব-এশিয়াকে বিমুক্ত করেছে। মাত্র চার মাস সময়ের মধ্যে এই বিরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে ; এতকাল ধরে বৃটিশ ও মার্কিন-শাসিত এই সব অঞ্চলে এখন ক্রমশ অভূতপূর্ব শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনা হচ্ছে ! এশিয়া নিজেকে শাসন করার উপযুক্ত নয়—পাশ্চাত্যের এই পুরাতন ঘৃণ্য কুৎসা যে একেবারে অর্থহীন জাপান গত কয়েক মাসের আশ্চর্য প্রচেষ্টার দ্বারা তা সম্পূর্ণ প্রমাণিত করেছে। ভারতে বৃটিশ-শাসনও এই একই নিন্দাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত—অর্থাৎ ভারতীয়রা নিজেদের শাসন করার উপযুক্ত নয়, বৃটিশ-শাসন ভারতীয়দের পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজন। গত দুই শতাব্দী ধরে বৃটেন ভারতের বিপক্ষে অবিরত এই নিন্দাবাদ শুনিয়ে যাচ্ছে, ভারতবর্ষ এখনও তার সমুচিত সদুত্তর দেয় নি। এখন অবশেষে বৃটেনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার এবং তার মুখের উপর উপযুক্ত জবাব দেবার সময় এসেছে। আপনারা আর দ্বিধাগ্রস্ত

হয়ে থাকবেন না। পূর্ব-এশিয়ায় অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি জাপানকেও এইভাবে চ্যালেঞ্জ করেছিল ; জাপানের নেতৃবৃন্দ সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। ভারতের ভাগ্য-নির্ধারণের শেষ অধ্যায়ে আপনারা এসে পৌঁচেছেন ; আপনাদের সামনে আছে এঁদের সকলের সাহস ও সংকল্পের উজ্জল আদর্শ। জাপানের নেতারা পূর্ব-এশিয়ার জনগণের জন্যে যা করেছেন, ভারতের জনগণের জন্যে আপনারা যে পন্থায় ভাল মনে করেন, তাই-ই করবেন ; এবং অবিলম্বে তা করা উচিত।

আমি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে সাবধান করে দিচ্ছি, ভারতের স্বাধীনতার অধিকার সম্বন্ধে চ্যালেঞ্জ শুধু বৃটেনের কাছ থেকেই আসছে না—আসছে তার পরম মিত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকেও। এ যুদ্ধে এরা হু'জন অবিভক্ত, এরা এশিয়ার দুর্বলতর জাতিপুঞ্জকে অধীন করে রাখার সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে। বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের মেরুদণ্ড আজ যুক্তরাষ্ট্র—অর্থাৎ মিঃ রুজভেল্ট-নিয়ন্ত্রিত আমেরিকার গভর্নমেণ্ট। আমরা জানি যে, যুক্তরাষ্ট্রে এমন সাধু ন্যায়পরায়ণ লোকও আছেন যাঁরা বিনা দ্বিধায় ভারতে অনুষ্ঠিত বৃটিশ-শোষণের নিন্দা করেন, এবং মিঃ রুজভেল্ট ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের এ যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য গালাগালি দেন। কিন্তু একদল আমেরিকানের অমানুষিক জাতি বিদ্বেষ, লিঞ্চিং (নিগ্রো-

দের জীবন্ত দগ্ধ করে মারা) ও দস্যুতার পরিচয় আপনাদের কাছে সুবিদিত। তারাই ঐ সব লোকের কণ্ঠ চেপে ধরে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দিনের পর দিন অস্ত-সমুদ্রে ক্ষীয়মান হয়ে আসছে—আর আমেরিকাই এই সব বৃটিশ অধিকারের উত্তরাধিকারী হবে—এ কথা ভেবে মিঃ রুজভেল্ট লোভীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মার্কিন-প্রেসিডেন্টের মনে কি আছে তার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায় সম্প্রতি প্রকাশিত ভারতে মিঃ রুজভেল্টের সৈন্যাবতরণের সংবাদে।

জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, ভারতকে চিরকাল দাসত্ব-শৃঙ্খলে বেঁধে রাখার জন্যে সম্মিলিত ইঙ্গ-মার্কিন পরিকল্পনা ও চক্রান্তের ক্রম-বর্ধমান শক্তির প্রতি আমি সাগ্রহে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে অনুরোধ করি যে আজ যখন ইতিহাসের বিরাট শক্তিপুঞ্জ আপনাদের পক্ষে, আপনাদের প্রত্যেক প্রচেষ্টার অনুকূলে, তখন সেই সুযোগে আপনারা ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি পুঞ্জের উপর আঘাত করুন।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ, যুগের দাবি আপনাদের কাছে সমুপস্থিত! এ দাবি গ্রহণ করে এবং ভারতে আপনাদের ভাবী বংশ-ধরদের মুখ চেয়ে এ দাবির মর্যাদা রক্ষা করে আপনারা যেন আপনাদের নেতৃত্বে সার্থক করে তুলতে পারেন!

আমি প্রার্থনা করি যে, বিশ্ববিধাত্রী যেন আপনাদের এই কাজের উপযোগী শক্তি ও সাহস দেন! বন্দে মাতরম্

টোকিও, ১০-৫-৪২

মূল্য—এক টাকা আট আনা

অনুবাদক—গোপাল ভৌমিক

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—মনোজ বসু, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ; রংমশাল প্রেস লিঃ-এর পক্ষে মুদ্রাকর—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট।

আজাদ-হিন্দ গ্রন্থমালা

প্রথম বই : দিল্লী চলো—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

দ্বিতীয় বই : মুক্তি-পতাকাতলে—নীহাররঞ্জন গুপ্ত

তৃতীয় বই : নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ—জ্যোতিপ্রসাদ বসু

চতুর্থ বই : আরাকান ফ্রণ্টে—শান্তিলাল রায়

পঞ্চম বই : বিপ্লবীর আহ্বান—রাসবিহারী বসু

ষষ্ঠ বই : ভারত ছাড়ো—নৃপেন্দ্রনাথ সিংহ

এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত নিম্নের বই দু'খানা শীঘ্র প্রকাশিত হবে—

সপ্তম বই : লেখপুঞ্জ—নেতাজী সুভাষচন্দ্র, জেনারেল মোহন সিং, জেনারেল কিয়ানি, এন রাঘবন প্রমুখ আজাদ-হিন্দ ফৌজের নায়কগণ।

অষ্টম বই : জাপানী বন্দী শিবিরে—ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

দেশ—(২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৫০)..বিষয়বস্তুর দিক থেকেও গ্রন্থখানির অভিনবত্ব অনস্বীকার্য্য। বর্ত্তমান গ্রন্থে মনোজবাবু এমন সব নরনারীর কাহিনী বর্ণনা করেছেন যাঁদের বৈচিত্র্যময় দানে বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ইতিহাস সুসমৃদ্ধ—অথচ যাঁরা আমাদের লেখক-লেখিকাদের কাছ থেকে সুবিচার পান নি। অবশ্য এই সুবিচার না পাওয়ার কারণ বোধ হয় এই যে, এঁদের অধিকাংশ কার্য্যই ছিল ভূগর্ভনিহিত। ফলে, এঁদের দুঃসাহসিক বৈচিত্র্যময় কার্য্যাবলীর ইতিহাস অস্পষ্ট এবং বর্ত্তমানে বিস্মৃতপ্রায়। 'ভুলি নাই'-এর মারফৎ মনোজবাবু এমনই কয়েকজন দুঃসাহসী বিপ্লবী নেতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন···

যুগান্তর—(২৮শে নবেম্বর, ১৯৪৩) বিপ্লববাদকে কেন্দ্র করিয়া একদা বাংলার তরুণ-সম্প্রদার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, সেই সময় বাঙ্গালী যুবকেরা হাসিমুখে জেলে গিয়াছে, ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়াছে; তারপর মত ও পথের পার্থক্য হয়ত বিলক্ষণ ঘটিয়াছে। কিন্তু যাহারা সেদিন জীবন বলি দিয়াছিল, তাহাদের সাধনা তো মিথ্যা নয়; তাহাদের ভোলা যায় না। সেই অগ্নিযুগের পটভূমিকায় লেখক কয়েকটি স্বাধীনতাকামী তরুণ-তরুণীকে লইয়া এই কাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে মনে হইল ইহাদের সকলকেই চিনি; কুন্তলদা, উমারাণী, মায়া, সরোজ—সকলেই আমাদের আপনার জন। ইহাদের কাহিনী স্বভাবসিদ্ধ দরদের সহিত ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন, এইখানেই মনোজবাবুর কৃতিত্ব।

আনন্দবাজার পত্রিকা—(৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩) বাঙ্গালার বিপ্লব-যুগের কয়েকজন বিপ্লবীর চরিত্র এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। বিপ্লব-নেতা কুন্তল সরকার একটি বিপ্লবী দলের নেতা। তাঁহার আহ্বানে এবং তাঁহার চরিত্রের আকর্ষণে কতিপয় তরুণ-তরুণীকে লইয়া দলটি গড়িয়া উঠে। ঐ দলেরই অন্যতম সদস্য শঙ্কর রায়ের কথার মধ্য দিয়া লেখক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—ঐ দলের অন্যান্য সদস্য-সদস্যা এবং নেতা কুন্তলদার ত্যাগ, দুঃখবরণ, নিষ্ঠা আর তেজস্বিতার কাহিনী।...

পূর্ব্বাশা—(কার্ত্তিক, ১৩৫০)...উনিশ-শ তিতাল্লিশ সালের বাংলাদেশে স্বাধীনতা-আন্দোলনের ধারা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, স্বাধীনতার আদর্শও এখন স্বতন্ত্র। কিন্তু সে যুগের বিপ্লবী কর্ম্মীরা তাহাদের ধ্রুব আদর্শপ্রীতি ও নিরলস কর্ম্মপ্রেরণার জন্য নমস্য হইয়া থাকিবেন। গ্রন্থকার তাঁহার এই আধুনিকতম

গ্রন্থে কতকগুলি অর্দ্ধকাল্পনিক চরিত্র ও কাহিনীর সাহায্যে প্রাগুক্ত কর্ম্মীদের স্মৃতি-তর্পণ করিয়াছেন।...

কাহিনীগুলির কাল উনিশ পাঁচ হইতে উনিশ। কিন্তু রচনাকালে অপেক্ষাকৃত আধুনিক উনিশ শ তিরিশ হইতে পঁয়ত্রিশ সালের সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের কথা গ্রন্থকারের অজ্ঞাতসারে মনে আসিয়াছে।...মল্লিকা শীর্ষক অংশে উনিশ শ একুশ ও ছত্রিশ মিলিয়া গিয়াছে। তাহাতে একটি বিশেষ সুফল হইয়াছে যে জাতীয় আন্দোলনের গতি যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার আভাস পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। পরিশেষে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে বলিষ্ঠ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা পাঠকের মনে বর্ত্তমান দুরবস্থার মধ্যেও আশার সঞ্চার করিবে।

শনিবারের চিঠি—(আশ্বিন, ১৩৫০) নূতন বিষয়বস্তু লইয়া নূতন ভঙ্গিতে লেখা উপন্যাস, দুঃসাহসিকতায় প্রদীপ্ত।

Amrita Bazar Patrika:—The book deals with the recent political phase of Bengal. Mr. Bose is perhaps the first of his class to use this romantic but grim period of hide-and-seek game by emotional youths as the theme of his story. But he has executed his task judiciously. The personalities he has introduced are brilliant....Shankar the narrator is vivid, lively and absorbing. Ananda Kishore, Maya, Nirupama are full-sized portraits suffering no weakness in either colour or line. Mr. Bose's style is dignified yet subtle and keeps the reader enthralled.

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত মনোজ-বসুর "ভুলি নাই" উপন্যাস পড়িয়া বড়ই ভাল লাগিল। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে, এই শতকের (খ্রীষ্টীয় কুড়ি শতকের) প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের বিপ্লববাদীদের একটা লক্ষণীয় স্থান আছে। দেশের মধ্যে প্রবল-প্রতাপ বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুসৃত নীতি এবং কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের আকুলতাময় দেশহিতৈষণা, স্বাধীনতার জন্য তাঁহাদের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁহাদের অসমসাহসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নাই। ভারতবর্ষের নিপীড়িত প্রাণহীন মৃতকল্প জনগণের মধ্য হইতে এইরূপ উদ্দাম এবং অদম্য প্রাণ ও সাহসের উদ্ভব কি করিয়া হইল, তাহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার! এক পুরুষ আগেকার

বোমার বিপ্লবীদের আজকালকার ছেলেমেয়েরা দেখে নাই, তাঁহাদের কথা শুনে নাই। হয়তো ঐতিহাসিকের দ্বারা সে যুগের সত্য ইতিহাস লেখার সময় এখনও হয় নাই, যদিও উপেন্দ্র, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রমুখ পূর্বতন বিপ্লবীরা আংশিকভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনকাহিনী প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের যুগের কথা সাহিত্যিকের দৃষ্টি এড়াইবার নহে; এবং নিপুণ কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত মনোজ বসু ইঁহাদের কথার কিছু কিছু আভাস লইয়া যে চরিত্র-চিত্রণ ও মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়াছেন বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। দেশকে স্বাধীন করিবার দুর্বার চিন্তার ধুনী বুকের মধ্যে অহরহঃ জ্বালাইয়া রাখিয়া যাঁহারা চলাফেরা করিতেন, এই চিন্তার আগুনে যাঁহারা ব্যবহারিক পাপপুণ্যের বিচার এবং মনের কোমল বৃত্তি—স্নেহ-মমতা ভালবাসা এই দুইই যাঁহারা আহুতি দিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারাও যে শেষ পর্য্যন্ত অদ্ভুতকর্মা হইলেও মানুষই ছিলেন, অনপনেয় মানবধর্মের কারণ তাঁহারাও যে সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না মায়া-মমতার গণ্ডীর মধ্যেই নিজেদের ধরা দিয়া ফেলিতেন, তাহা সুগভীর অনুকম্পার সঙ্গে সার্থকভাবে গ্রন্থকার দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। সহৃদয় অনুভবী পাঠককে ত্যাগের আত্মবলিদানের এবং সঙ্গে সঙ্গে মানবধর্মিতাব কতকগুলি মর্মস্পর্শী চিত্রণ অভিভূত করিবে। যথার্থ ট্রাজিক নাটকের উপযোগী রসের আস্বাদনও এই বই হইতে তিনি করিতে পারিবেন। এই বইয়ের যে সমুচিত আদর হইয়াছে শুনিতেছি, তাহাতে বাঙ্গালী পাঠকসমাজকে অভিনন্দিত করিতে ইচ্ছা হয়।

কথা-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—'ভুলি নাই' পড়িলাম। জানি না, আপনার জীবনের সঙ্গে কতটা সম্বন্ধ ঘটনা ও চরিত্রগুলির, তবে অক্ষরে অক্ষরে দরদ যেন উছলিয়া পড়িয়াছে। প্রাসঙ্গিক ক্রমে বলা চলে—এই দরদ আপনার লেখার জীবন-রস।...বইয়ে প্রত্যেক চরিত্রটি নিজের জগতে সম্পূর্ণ—আশা-নিরাশা দিয়া গড়া নিজের নিজের জগতে। আর একটা জিনিষ বইটির মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—সেটা আশার আলো—এত সহানুভূতির সহিত লেখা যে মনে হয়—শত ট্রাজেডির মধ্যেও তাঁদের আশার কথাটাই বড়। শেষ অধ্যায়ে যেখানে আপনি এ কথাটাকে স্পষ্ট করিয়াছেন সেখানটার কথা বলিতেছি না। আমি বলিতেছি, কলমের গুণে, না বলার চেষ্টা সত্ত্বেও যেখানে সেখানে এই কথা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—সমস্ত বইখানির মূল রস হিসাবে।

Behar Herald :—No new introduction is necessary of Monoj Bose's literary talent. He is a past-artist. Bengali-knowing literary public who are interested in our literature know him full well. His 'Bana Marmar.' 'Narabandh', 'Prithibi Kader' and 'Debi Kishori' have already stored for him a bag of reputation which will for a long time stand as an object of envy for the so-called Burgeoise entrantees in our literature.

Bhuli Nai is a novel dealing with revolutionary characters of whom Kuntalda is hero. Kuntalda is no dreamer—he is a man of action, of speed and of scientific outlook. He knows full well that speeches, meetings and resolutions are of no avail, strenuous nervous effort and immense sacrifice are necessary for emancipation of the mother-country and for creating a strong foothold for the future children of India. Kuntalda is the central rod round which other revolutionary characters rotate and the success of Kuntalda was deemed by all their own success. Kuntalda to them and to us as well is not only the hero and leader but a true son of Mother India—India that is, and that will be. **Kuntalda is the ideal not of present but of future as well ; say, for all time....**

দুঃখ-নিশার শেষে (২য় সং)

পাঁচ মাসে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। দাম দুই টাকা।

শ্রীসজনীকান্ত দাস—(যুগান্তর ৭।৪।৫১) যাঁহারা 'বন-মর্ম্মর' 'নর-বাঁধ' 'দেবী-কিশোরী' যুগের রোমাণ্টিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন শিল্পী মনোজ বসুর লেখার সহিত পরিচিত, তাঁহারা গত তিন-চার বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত তাঁহার গল্প ও নাটক-গুলিতে পূর্ব্বতন দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শবাদের পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিবেন। 'পৃথিবী কাদের' পুস্তকে মনোজবাবুর এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্ট হইয়া উঠে ; তিনি স্বপ্নবিলাস পরিত্যাগ করিয়া এই ধুলামাটির পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দলিত পিষ্ট সর্ব্বহারা মানুষের সুখদুঃখের কথা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তাঁহার পাঠকদের কাছে নিবেদন করেন। তাঁহার মতবাদ তাঁহার নিজস্ব, অন্তরের গভীর বেদনা হইতে উদ্ভূত, সর্ব্বপ্রকার ইজ্‌ম্-নিরপেক্ষ। এই কারণে তাঁহার লেখা পড়িতে

আমাদের শিল্পবোধ ক্ষুণ্ণ হয় না, রসোপভোগের সঙ্গেই তাঁহার উদ্দেশ্যকে আমরা স্বীকার করিতে পারি।

বর্ত্তমান গল্পসংগ্রহে মনোজবাবুর এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হইল। সকল গল্পই আমাদের এই বাঙ্গালী জীবনের বাস্তবকঠিন ও বিচিত্র সমস্যার পরিচয় ও সমাধানমূলক সুখপাঠ্য গল্প। আমাদের দুঃখ-নিশার সমাপ্তির দিকেই এগুলির লক্ষ্য। গল্পগুলি শুধু আমাদিগকে আনন্দ দেয় নাই, আমাদেরই এই মাটির পৃথিবীতে অতি পরিচিত মানুষ ও সমাজের মধ্যে আমাদের রসবস্তুর সন্ধান দিয়া আমাদিগকে পরিণাম সম্বন্ধে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। এই মন্বন্তরের দিনে সাহিত্যরস ও বাস্তব প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মনোজবাবুকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

প্রবাসী—(আষাঢ়, ১৩৫১) কাহিনীগুলি সর্ব্বহারা কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দারিদ্রের দুঃখ-দুর্দ্দশা লইয়া রচিত। ধনবৈষম্যে সমাজ-ব্যবস্থার কলুষ কতদিকে এবং কত ভাবেই না আত্মপ্রকাশ করিয়া মানুষের জীবনকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে—এগুলিতে তাহা নিপুণ ভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

মনোজবাবু শক্তিমান লেখক। অনুভূতি তাঁহার তীব্র, মন দরদী, এই দরদ কোন কোন ক্ষেত্রে ভাববিলাসে পর্য্যবসিত হইয়া এক শ্রেণীর পাঠকচিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে। মনোজবাবু সে চেষ্টা মাত্র করেন নাই। গল্প পড়িতে পড়িতে মনে হয়, কৃষক-জীবনের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগ আছে। তাই তাহাদের আচার-ব্যবহার, আশা-আকাঙ্ক্ষা দুঃখ জাড্য মূঢ়তা মিশাইয়া বেদনা-জ্বালাময় ছবি আঁকিতে পারিয়াছেন। এই বেদনা কোথাও ঘটনা-বিন্যাসে কোথাও সংলাপে কোথাও বা মন্তব্যের দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে। ভূমি ও অন্ন-বঞ্চিতের জ্বালা কোন কোন গল্পে এত তীব্র হইয়া ফুটিয়াছে যে, আখ্যানভাগকে অতিক্রম করিলেও গল্প-রস-বিচ্যুত মনে পীড়া জন্মায় না।

Amrita Bazar Patrika (28. 5. 44) The short stories under review mark the mental evolution of a highly sensitive writer Before an overwhelming social tragedy he seems to be ashamed of so long riding the high horse of pure literature and he frankly subordinates his art to propaganda. If he errs he errs on the side of truth. He deserves our deepest sympathy as an artist who

torn from the moorings of the past is struggling to adjust himself to new conditions of life. When the turbulence of transition has settled down and art has come to its own in life, these martyrs will be gratefully remembered as harbingers of a new intellectual order.

তা অত্যন্ত দুর্লভ। অমৃতবাজার পত্রিকা বলেছেন—It is a departure in the fiction-literature of the province—ইহা অতিশয়োক্তি নয়। দ্বিতীয় সংস্করণে বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট অতি অভিনব হয়েছে। দাম দেড় টাকা।

Amrita Bazar Patrika :—As the title of the book suggests Mr. Bose—a reputed writer—has tried herein and in course of five other vivid and illuminating stories to look at the eternal question of "Haves" and "Have-nots"....

Mr. Bose's treatment of the subject is artistic and readers will find in the volume—a lively and vigorous study of Bengal's rural problem—cent per cent refreshing. **It is a deparure in the fiction literature of the province.** The first story...culminates in the couple absconding from their native village. But before they do so they enjoy the malicious pleasure in setting their cottage, in building which they spent their all energy, to fire. On the road to No Man's Land Saudamini is bitter but is not "proletarian". She curses her lot and says that next time when she would be face to face with her Creator she would demand from Him an answer—If the earth has been divided amongst others why do You send us there ?—a typically Indian answer to the most topical and perplexing question that humanity has ever been faced with.

Mr. Bose's style is sensitive and poetic and never does he commit the fatal mistake of taking sides and so the readers' sympathy remains where the anthor intends them to rest.

আনন্দবাজার পত্রিকা—....দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন লইয়া বহুলোক নাড়া-চাড়া করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু বাংলার কৃষক-জীবন লইয়া খুব বেশী লেখক আজ পর্য্যন্ত লেখনী ধারণ করেন নাই। মনোজবাবু যে বহু-কর্ষিত পথে না যাইয়া নূতন ক্ষেত্রের সন্ধানী হইয়াছেন, ইহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।... আলোচ্য বইখানি হাতে লইলেই বইখানার নাম প্রথমে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সমাজের মর্ম্মমূলে আজ যে প্রশ্ন জাগিয়াছে, এই নামটুকুর মধ্য দিয়া লেখক সেই প্রশ্নকেই রূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

সৌদামিনী অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষকের বউ হইলেও অসাম্যের বিরুদ্ধে আজ জগতে

যে আন্দোলন মাথা তুলিয়াছে, তাহার ঢেউ তাহার বুকেও আসিয়া লাগিয়াছে। ঘটনাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার শক্তি তাহার নাই, কিন্তু চিন্তা করিবার তাহারও একটা প্রণালী আছে।...মাটির সঙ্গে যে কৃষক-জীবনের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, মনোজ বাবু তাহা সফলতার সহিত দেখাইতে পারিয়াছেন।...মানুষের হৃদয়ের উপর গল্পগুলি গভীর ছাপ রাখিতে পারিবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

নূতন প্রভাত (২য় সং)

বাংলার প্রথম প্রগতি-নাট্য। হিন্দু-মুসলমান ও কৃষক-জমিদার সমস্যা নবীনতম চিন্তার আলোকে দেখান হয়েছে। যাঁরা গণচেতনা উদ্বোধনে প্রয়াসী, মহাচীনের মতো—রাশিয়ার মতো সর্বত্র এই নাটকের অভিনয় করবেন। দাম দেড় টাকা।

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী—মনোজ বাবু যে নূতনত্ব করেছেন, তা গতানুগতিক নাটকীয় প্রথা নয়। এই ধরণের প্রচেষ্টার তিনি মুখপাত করলেন বলতে হবে।

শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র—'নূতন প্রভাত' নাট্যসাহিত্যে যুগোপযোগী অবিস্মরণীয় অবদান। হিন্দু ও মুসলমানের এক স্বার্থ—এই ছবি নাটকে সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত হয়েছে। নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্রই জীবন্ত। এই ধরণের নাটকেরই আমরা কতকাল ধরে প্রত্যাশা করছি। সর্ব্বত্র এই নাটকের অভিনয় হোক।

শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী—হে নিপুণ শল্যবিৎ, অস্ত্রোপচার আপনি যথাযথ স্থানেই করিয়াছেন। ব্যথা পাইয়াছি প্রচুর। চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু ক্ষত আরোগ্যান্তে নূতন স্বাস্থ্যলাভের প্রত্যাশায় আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারি না—শুদ্ধ আমার পক্ষ হইতেই নয়—সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—পৃথিবীতে আবহমান কাল ধরিয়া মানুষ মানুষকে স্বার্থপর ভাবে নিজের কাজে লাগাইয়াছে—কোথাও অজ্ঞানে, কোথাও সজ্ঞানে। অজ্ঞানেই হোক বা সজ্ঞানেই হোক, এই স্বার্থপরতার সূত্র ধরিয়া, আধুনিক বিচার অনুসারে, মানুষকে দুটী শ্রেনীতে ফেলা যায়—যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গে, আর যাহাদের মাথায় কাঁঠাল

ভাঙ্গা হয়। আধুনিক কালে বিজ্ঞানে ও বিদ্যার যুক্তি ও কৌশলে এই ব্যাপার অতিশয় ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং কেবল যে এক সমাজের মধ্যে মানুষ মানুষকে বা মানুষের একদল আর একদলকে এইভাবে শোষিত ও নিপীড়িত করিতেছে তাহা নহে, জাতিগতভাবে একটি জাতি সমগ্র আর একটি জাতির উপর এই ধরণের অত্যাচার চালাইতেছে। সাম্যবাদের কৃতিত্ব এইখানে, যে স্বার্থান্ধ শোষক ও নিপীড়ক মানুষ ও জাতির মুখের মুখস এই মতবাদ খুলিয়া দিয়াছে; এবং শোষণ-নীতির স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতে নিপীড়িত জাতির মুক্তিকামীদের চেষ্টাও কম কার্য্যকর হয় নাই। শোষণনীতি নিজের পথ নিষ্কণ্টক রাখিবার জন্য সব-কিছুরই সাহায্য লইয়াছে, লইতেছে, এবং লইবেও; ধর্ম ইহাদের কাছে একটি অতি সহজ-লভ্য এবং শক্তিশালী আবরণ, বিশেষতঃ যদি মূর্খ এবং অসহায় শোষিত জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলোকের পরিবর্তে ধর্মান্ধতার অন্ধকার বিদ্যমান থাকে। সত্য কথা বলিতে গেলে, ধর্মের খোলস পরিয়া থাকিলেও এবং স্বার্থান্ধতায় সেই খোলসকে সত্য বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিলেও, ধর্মধ্বজী শোষকগণ বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম (অথবা রাষ্ট্রনীতি) মানিলেও, ইহাদিগকে সমধর্মী বা এক জাতির মানুষই বলিতে হয়। আজকাল পৃথিবীর অন্য দেশের মত ভারতবর্ষে এবং বাঙ্গালাদেশেও এই শোষক জাতির লোকদের একটি প্রবল দল ধর্মকে উপলক্ষ করিয়া দেশের মূক ও অক্ষম মানুষদের নিজের কাজে লাগাইতেছে। বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণের এবং বিভিন্ন মানসিক প্রবণতার কারণে, পিতা ও পুত্র, ভ্রাতা ও ভ্রাতা কোনও কোনও স্থলে আর এক জাতির থাকিতে পারিতেছে না। মানুষের মনে নানা সূত্র অতি জটিলভাবে মিলিত হইয়া কাজ করে; কিন্তু সব জট খুলিয়া আসল মনটি বাহির হয়, যখন মানুষ স্বার্থকে (বিশেষ করিয়া অন্যায্য স্বার্থকে) ছাড়িতে বা তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। এই সব সমস্যা আমাদের এই যুগে এত প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে, যে তাহা আমাদের সত্যকার সাহিত্যিকদের সকলকেই কিছু না কিছু নাড়া দিতেছে। শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর চিন্তায় এই অবস্থার প্রতিক্রিয়া সম্প্রতি তিনি "নূতন প্রভাত" নামক মনোজ্ঞ নাটকখানিতে প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে রাষ্ট্রশক্তির মারফৎ কার্য্যকর জাতীয় শোষণ-নীতির পাশে, দেশের চিরাচরিত রীতিতে জমিদারী-পদ্ধতির অপকৃষ্ট বিকারের ফল-স্বরূপ অন্য প্রকারের শোষণ নীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের দোহাই পাড়িয়া ইহাদেরই সহোদরা অন্য আর এক ধরণের শোষণ ও দলন নীতি—এই সমস্তকেই নিপুণ তুলিকায় নাট্যচিত্রে দেখানো হইয়াছে।

এই সকল সমগোত্রীয় অত্যাচারের বিপক্ষে যে যুবশক্তি দাঁড়াইয়াছে ও জনশক্তিকে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারও সার্থকচিত্র তিনি আঁকিয়াছেন। ইংরাজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় এই সব সমস্যা—আধুনিক জীবনের অতি সত্যকার সমস্যা—লইয়া রচিত ভাল ভাল নাটকের অভাব নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এই ধরণের নাটকের নিতান্ত অপ্রাচুর্য্য—অন্ততঃ আমি এই প্রকার সমস্যা লইয়া ও এইভাবের সত্যদিদৃক্ষা ও সাহসের সঙ্গে লেখা নাটক বাঙ্গালায় পড়ি নাই। অভিনয়ে এইরূপ নাটকের সাফল্য ও সার্থকতা হইবেই ; তবে যাঁহারা স্বার্থ ও শান্তি, নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম দুই জড়াইয়া ফেলিয়াছেন, এ ধরণের নাটক তাঁহাদের পীড়া দিবে।

মনোজ বাবুর নাটকের চরিত্রগুলি ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনি হইয়াছে। The way to Hell is paved with good intentions—নরকের পথটা সাধু সঙ্কল্পে মোড়া ; এই উক্তির সার্থকতা পাই কতকটা জমিদার মহেশ্বরের চরিত্রে। তবে জমিদারদের মধ্যে অত্যাচার করিবার শক্তিও বিলুপ্ত হইতেছে ; আগেকার মত দোর্দণ্ড-প্রতাপ শক্তিশালী জমিদার আর নাই, তাঁহারা মহেশ্বরেরই মত শাসক-শক্তির সাহায্য লইয়া আইনের মার-পেঁচের মধ্যে ফেলিয়া প্রজাদের শায়েস্তা করিবার চেষ্টা করেন। Nobless Oblige—পিতৃপুরুষের চারিত্রিক মহত্ত্ব মহেশ্বর যে বুঝিতে পারেন না তাহা নয়। কিন্তু তাঁহার অনুচর হলধর-চরিত্রটীও অতি খাঁটি জিনিষ—lackeydom অর্থাৎ পরপ্রসাদপুষ্ট শ-বৃত্ত জীবের মতিগতি এই চরিত্রে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমিনুল হক্‌কে আমরা সহজেই সব জায়গায় ধরিতে পারি। এবং রহিম বাঙ্গালাদেশে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত নানা স্থানে বিদ্যমান আছে বলিয়াই আমরা এখনও ভগ্নোৎসাহ হই নাই। শশাঙ্ক ও মায়ের চরিত্রে যে আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠায় দুঃখবরণের চিত্র দেখিতেছি, তাঁহা এই অভিশপ্ত বাঙ্গালাদেশে বিধাতার একমাত্র আশীর্ব্বাদ ; এবং অরুন্ধতী-প্রবীরের মত ভাবুক ও সত্যদর্শী তরুণবয়স্ক পাত্রপাত্রী আশা করি দেশ হইতে এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। মোটের উপর, "নূতন প্রভাত" একখানি যুগোপযোগী নাটক, সত্যদৃষ্টি ও সত্যভাষণের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—(অরণি, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪)...নবনাট্য আন্দোলন সহর হইতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িলে সমাজ-জীবনের বিবর্ত্তনের গতিকে দ্রুত করিবে। বাঙ্গালার শক্তিশালী লেখকগণ এই শ্রেণীর নাটক রচনা করিবার দায়িত্ব নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, সুসাহিত্যিক এবং

ঔপন্যাসিক শ্রীমনোজ বসু এইকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। 'নূতন প্রভাত' তাঁহার এই ধরণের প্রথম নাটক। গণ-আন্দোলনের পটভূমিকায় পল্লীর কৃষক-জীবনের সমস্যা লইয়া নাটকখানি রচিত। প্রগতিশীলতার সহিত রক্ষণশীল গতানুগতিকতার দ্বন্দ্ব—সংস্কৃতিমান বৈপ্লবিকভাবে অনুপ্রাণিত শিক্ষিত যুবকদের নেতৃত্বে শ্রেণীস্বার্থ-সচেতন কৃষকশ্রেণী সাম্প্রদায়িকতার মোহমুক্ত মন লইয়া কিভাবে স্বাধিকার রক্ষা ও অর্জ্জন করিতে পারে—ইহাই নাটকের মর্ম্মবস্তু। জমীদার, দারোগা, গোমস্তা, সরকারি উকীল প্রভৃতি চরিত্রগুলি এত বাস্তব হইয়া ফুটিয়াছে যে, ইহাদের অনায়াসেই চেনা যায়। নীচতা, ভণ্ডামি, স্বার্থলোভ, চরিত্রভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে জাগ্রত সমাজ-মনের অভিমান ও অভিযান ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে ভাবী সমাজের ইঙ্গিত নাট্যকার অঙ্কিত করিয়াছেন, অদ্যকার ক্লিষ্ট পল্লীজীবন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে।...অভিনয়োপযোগী ভাষার চাতুর্য্যে পাঠকের (এবং দর্শকদেরও) মনে কৌতূহল শেষ পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকে। Type চরিত্র সৃষ্টিতে মনোজবাবু যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশান্বিতচিত্তে তাঁহার নিকট এই শ্রেণীর আরও নাটক প্রত্যাশা করিব। কৃষক-সমাজে অন্যায় ও দীর্ঘস্থায়ী অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে ন্যায়বুদ্ধি ও সঙ্ঘশক্তি জাগ্রত করিতে এই শ্রেণীর নাটকের উপযোগিতা রহিয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

Amrita Bazar Patrika—Sj. Monoj Basu has already made his name as a delighiful writer of fiction with special aptitude for delineating village life. He has acute observation, large fund of sympathy and idealism. In the result he has acquired a thorough understanding of the true nature of the problems and the agitations of our workers on the soil. In this drama, **which we believe is the first of its kind**, he has painted a flaming picture of the awakening among our agricultural classes and their struggle against the deep-rooted and traditional oppression of landlordism. The hero of the drama is Sasanka, a worker among the masses, who returns from prison with broken health to find the landlord of the village a relation and a man belonging to the same class of society, more determined in his tyrannical activities. There is communalist propaganda among the peasants, to make matters worse. The conflict which is thus precipitated ends in the death of the hero

from assault by the landlord's men. This is a problem play and underlines the proposition that Hindu and Muslim interests are basically identical, being economic in fundamental character. **In courage of portrayal, realism and swiftness of action this drama has achieved a high watermark of merit.** (5. 3. 1944).

যুগান্তর—সুপরিচিত কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার মনোজ বসুর এই নূতন নাটকটি সাহিত্য-পাঠক এবং নাট্যামোদী সম্প্রদায় কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার পটভূমিতে দেশের বাস্তব দুঃখ-দৈন্যের স্বরূপ নিপুণভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া লেখক তাহা দূরীভূত করিবার পন্থা দেখাইয়াছেন—কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যকে ছাপাইয়া ইহার নাটকীয় রস ও সুষমাই বড় হইয়া ফুটিয়াছে। পেশাদার ও সৌখীন রঙ্গমঞ্চ এই নাটকের অভিনয় করিলে তাহা একাধারে দেশে যেমন নূতন চিন্তা-বিস্তারের, তেমন উন্নত রুচির নাটকাভিনয় প্রবর্ত্তনের সহায়ক হইবে। বইটির বহুল প্রচার কাম্য। (২৬।৩।১৯৪৪)

প্লাবন (২য় সং)

তিন অঙ্কে সমাপ্ত আধুনিক নাটক। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে 'নাট্য ভারতী'র পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বহু দিন এই নাটক অভিনীত হয়েছে। পল্লী-অঞ্চলে অভিনয়ের সুবিধার জন্য নাটকে পৃথক নির্দেশ দেওয়া আছে। সাহিত্য হিসাবেও অবিস্মরণীয়। দাম দেড় টাকা।

যুগান্তর (২২শে আগষ্ট, ১৯৪১)—নাট্যভারতীর নবতম অবদান খ্যাতিমান সাহিত্যিক মনোজ বসুর 'প্লাবন'। নাটকের সংবেদনশীলতা ও লিপি-চাতুর্য্যে সুদক্ষ শিল্পিমণ্ডলীর সুন্দরের সাধনার মাঝে নব নব বিস্ময়ের উন্মোচন রসপিপাসুদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। অজানার উদ্ঘাটনে কৌতূহলী দর্শকদের আবিষ্ট করিয়াছে।...জমিদারের শোষণে প্রজার মর্মপীড়াজাত সদ্য-লব্ধ চেতনার মাঝে কৃষকের স্বকীয় দাবী প্রতিষ্ঠার উন্মাদনা, কৃষককর্মী কমলেশের প্রতি শহরের কৃত্রিম জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত বিলাস-পালিতা জমিদার-কন্যা সবিতার বিরূপ মনোভাব ঘনিষ্ঠতায় আশা-উজ্জ্বল রূপান্তর, কমলেশের জাদু-স্পর্শে পল্লীর স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতি সবিতার মমত্ব-বোধ, দিক্-ভাসানো প্লাবনের ভয়াবহ নৃশংসতা নাটকের কাহিনীকে

উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। সমাজ-কাঠামোর প্রাণহীন কৃত্রিমতার প্রতি ব্যঙ্গের কশাঘাত ও নিপীড়িত জনগণের দুঃখ-মোচনের ঐকান্তিকতা লীলায়িত হইয়া নাটকখানির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে।...

বনমর্ম্মর (২য় সং) নরবাঁধ (২য় সং)

'বনমর্ম্মর' ও 'নরবাঁধ' সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে বই দু-খানি সর্বত্র সমাদৃত। 'বনমর্ম্মর'-এর প্রথম সংস্করণ প্রবাসী কার্য্যালয় থেকে ছাপা হয়; এই প্রথম-লেখা বইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

বই দু-খানার প্রথম সংস্করণ বহুকাল নিঃশেষিত হয়েছিল। আমরা পুনর্মুদ্রণ করেছি। 'নরবাঁধের' অনেক অংশ পুনর্লিখিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। বনমর্ম্মরের দাম ২।০; নরবাঁধের দাম ১৸০। কয়েকটি মাত্র সমালোচনার সামান্য অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল—

বনমর্ম্মর সম্বন্ধে—

Shree Guru Saday Dutt—To read Manoje Basu's short stories is to feel unmistakably that a new force has emerged in the sphere of Bengali fiction. We have been treated to a plethora of sickly sentimentality and didacticism, a surfeit of shameless sensuality and sexualism, veiled and unvelied and an insensate craze for novelty for the sake of novelty and for studied mysticism in thought and language. Here we find a different article; clarity of conception, forcefulness of delineation and fidelity to life—the very flesh and blood and bone of healthy fiction you have here in abundance; you have happy turn of idea in expression and the sparkling flash of dialogue too in refreshing profusion;—but what is more important—you have also the enchanting atmosphere of romance and above all and to crown all—a pervading spirit of lofty idealism which comes as a healing balm of the soul.

A delightfully unstudied simplicity of diction, an innate sincerity of emotion and a vivid and true-to-type character-delineation meet you here at every turn,—while instead of a laboured attempt at psycho-analysis, which is the prevailing fashion of the day, you

have lightning touches of dialogue and expression which reveal to you in a flash the hopes and fears, the strength and weakness and the beauty, sweetness and simplicity of soul of the men and women who people this dear land of Bengal. In short, you have here a truly national story-teller who promises to give you the very stuff that your soul and the nation's soul is yearning for to-day.

I cannot vouch for what you want, but for my part I cry—give me Bankim, give me Sarat, but after that—for God's sake give me Manoje !

পরিচয়—যে retrospect, চিন্তার গভীরতা এবং মনের বেদনা-বোধ থাকিলে লেখা চিরন্তনের পর্য্যায়ে গিয়া পৌঁছায় তাহা মনোজ বসুর আছে।...

প্রবাসী—বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের নদীমাঠবনের ছবি প্রবাসী বাঙালীকে home-sick ক'রে তুলবে !...

বিচিত্রা—সরল, অকৃত্রিম ও অনাড়ম্বর জীবনের সহস্র দুর্ব্বলতা, অতি সাধারণ জীবন-যাত্রার অতি তুচ্ছ ঘটনাবলী ও অতি সামান্য অনুভূতিগুলি লেখকের প্রাণের গভীর দরদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে।...

নবশক্তি—অত্যন্ত ছোট চরিত্রকেও অল্প কথায় এমন চমৎকার ফুটাইয়া তুলিতে যিনি পারেন, তিনি যে সুদক্ষ কথাশিল্পী এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ..

নরবাঁধ সম্বন্ধে—

প্রবাসী—যে অতি অল্পসংখ্যক প্রতিভাবান লেখক একেবারে জয়-পতাকা লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে নামেন, শ্রীমনোজ বসু তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। এঁর ব্রত বাংলাকে বাঙালীর কাছে পরিচিত করা। দেশের অন্তর্লক্ষ্মীর পরিচয় পাইতে হইলে যেখানে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে, সেই মর্মস্থলটির পথ লেখকের ভাল ভাবে জানা আছে।

লেখার সঙ্গে এমন একটি অপরূপ সরসতা আছে যে, যে বিস্ময় আর আনন্দের সহিত ছেলেবেলায় রূপকথা শোনা যাইত, বইখানি পড়িবার সময় তাহারই যেন একটা আবছায়া স্মৃতি স্ফীত হইয়া উঠে। চরিত্রগুলি খুব সজীব, ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া ঘুরে...

Dr. Nihar Ranjan Roy—Mr. Basu's short stories furrow new ground ; **they are far out of the common run**...To the Bengali readers his portrayal, his characterisation and interpretation of Bengali life are as real and as much telling as anything on the face of this earth. Mr. Basu has ideas and imagination ; which he knows how to translate in simplest and clearest possible manner

into expression, that has a ring of sincerity. He has also depth o
thought which does not weigh heavily on the readers. Last o
all he has a fine gift of narration of a born story-teller.

মাতৃভূমি—(ফাল্গুন, ১৩৫১) রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা-সাহিত্যে মৌলিক ছোট গল্প লিখে যে কয়জন বাঙ্গালী লেখক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, মনোজবাবুকে নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম বলে ধরা যায় পরলোকগত শরৎচন্দ্রের মত মনোজবাবুও বাংলার মাটির অকৃত্রিম সৃষ্টি। বাংলার পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ, যোগসূত্র নিবিড়। বাঙ্গালার বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে রচিত তাঁর সাহিত্য তাইবাঙ্গালী মনকে এমনভাবে নাড়া দিয়ে যায়। বাংলার শ্যামল শ্রীর মত তাঁর রচনার শান্ত মাধুর্য অতি সহজেই আমাদের হৃদয় আকৃষ্ট করে

লেখকের অন্যান্য পুস্তকের মত 'নরবাঁধে'ও তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠ গুণগুলোর সন্ধান পাই।...এর পটভূমিকা বেশ বড়। মাত্র পঞ্চাশ বছর পূর্বেও বাংলার গ্রামের যে ঐশ্বর্য ও শান্তির কথা আমরা শুনি, ধীরে ধীরে কি ভাবে তার মৃত্যু হয়ে, বাংলার গ্রাম বর্তমানের দুর্দশা-ক্লিষ্ট অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, লেখক তারই পরিচয় দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। যন্ত্র-যুগের অগ্রগতির সঙ্গে গ্রামবাসীরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে নি—অথচ তার প্রভাবকেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। এই প্রধান উপপাদ্যের সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছেন পল্লীজীবনের হিংসা ও কুশ্রীতায় বিষাক্ত পারিপার্শ্বিকের চিত্র। অথচ তাঁর লেখা প'ড়ে কোথাও মনে ঘৃণার উদ্রেক হয় না—বরং অশিক্ষিত দরিদ্র জনগণের অসহায়তায় হৃদয় বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এইখানেই লেখকের বৈশিষ্ট্য। তাঁর সংবেদনশীল দৃষ্টির সামনে বাংলার পল্লী-জীবনের বহিরাবরণ খুলে পড়েছে বাংলার পল্লীজীবন উন্নত হোক—আশাবাদী লেখকের এ অভীপ্সা যেন গল্পটি সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে।...

...প্রতিটি চরিত্র সাক্ষ্য দেয় যে মনোজবাবু যে-জীবন সম্বন্ধে গল্প লেখেন, তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রত্যক্ষ এবং নিবিড়। যে অকৃত্রিম অভিজ্ঞতার থেকে বড় সাহিত্যের সৃষ্টি, তার অপ্রাচুর্য নেই কোথাও।. প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত—তারা যেন আমাদের চোখের সামনেই কথা বলে; বাংলার পল্লীজীবনের বিভিন্ন সমস্যা—তার অন্তর্নিহিত মাধুর্য এবং বহিরাবরণের কুশ্রীতা সম্বন্ধে আমরা সজাগ হয়ে উঠি। 'নরবাঁধ' যে বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাদের তৃপ্তি বিধান করবে এবং নতুন করে দেশ সম্বন্ধে ভাবিয়ে তুলবে—এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে।